প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১০ ❖ ১৩ - ১৫ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

❀ আধ্যাত্মিক গুণের আধার সাধু যোসেফ

❖ ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বামী সাধু যোসেফ

❒ যিশুর সাথে ক্রুশের পথে

প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও-এর স্মরণে

স্বর্গধামে যাত্রার পঞ্চম বছর

শ্রদ্ধাঞ্জলি

"মৃত্যু শুধু একটি জীবনকেই শেষ করে, সম্পর্ককে নয়"

বাবা তুমি আমাদের মাঝে নেই আজ প্রায় ৫ বছর হতে চলেছে, কিন্তু তুমি আমাদের ভালোবাসা ও স্মৃতির পাতায় আজও বেঁচে আছো এবং সব সময়ই থাকবে। স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো, যেন তোমার আদর্শকে ধারণ করে আমরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উদ্‌যাপন করতে পারি এবং জীবন শেষে তোমার সাথে ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

প্রয়াত অনিল পেট্রিক রোজারিও
জন্ম: ১১ নভেম্বর, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১২ মার্চ, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

তোমার ভালোবাসার,
স্ত্রী: সরলা রোজারিও
বড় ছেলে ও ছেলে বউ: প্রেমানন্দ রোজারিও ও প্রিয়াংকা গমেজ
মেঝ ছেলে ও ছেলে বউ: ডিলোন রোজারিও ও অলগা কস্তা
ছোট ছেলে ও ছেলে বউ: চিন্ময় রোজারিও ও লাক্সমি ক্রুজ
নাতি: এলড্রিচ পেট্রিক রোজারিও

বিজ্ঞ/৩৮/২০২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
(সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা) অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বিকাশ নম্বর : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ১০
১৩ - ১৯ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
২৮ ফাল্গুন - ৫ চৈত্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা
ছনি মজেছ রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদকীয়

সর্বজনীন কল্যাণকামী উত্তম নেতার প্রয়োজন

মার্চ মাস স্বাধীনতার মাস। অগ্নিঝরা এই মাসে আমরা বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ১৭ মার্চ তাঁর জন্মদিন। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়াতে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর জন্মশতবার্ষিকী ২০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে জাতি মহানন্দে পালন করে চলেছে। করোনার ছোবল তা পালনে বিঘ্ন ঘটালেও বন্ধ করতে পারেনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আনয়নের জন্যই তাঁর জন্ম হয়েছিলো। তাইতো তাঁর উদাত্ত আহ্বানে সকলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল স্বাধীনতা আন্দোলনে। অতি সাধারণ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত শেখ মুজিবুর রহমান সব সময়ই ছিলেন মানুষের পাশে মানুষের কল্যাণে। তাই বাংলাদেশের আপামর জনতাও তাঁকে ভালোবেসেছিল হৃদয় দিয়ে। তাঁর ত্যাগময় জীবন ও সকল মানুষের কল্যাণ করার মনোভাব তাঁকে নেতৃত্বের উৎকর্ষতায় নিয়ে গিয়েছিল।

বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলী মার্চ মাসের ১৮ তারিখে পালন করে আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র মৃত্যুবার্ষিকী। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাতে মৃত্যুবরণ করেন তিনি। সুদীর্ঘ ২৮ বছর বিশপীয় দায়িত্ব পালন করে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আদর্শ পালক ও উত্তম নেতা। তাঁর সহজ-সরল সাধারণ জীবন-যাপন তাঁর অন্তরের দীনতারই বাহ্যিক প্রকাশ করতো। পবিত্র বাইবেলের অষ্টকল্যাণ বাণীর প্রথমটি 'অন্তরে যারা দীন, ধন্য তারা স্বর্গরাজ্য তাদের।' আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও সেই ধন্য ব্যক্তি যিনি অন্তরে দীন হয়ে সর্বদা দীন-দরিদ্রদের পাশে থাকতেন ও সমর্থন দিতেন। ন্যায্যতা স্থাপনে এবং দ্বন্দ্ব-বিভেদ নিরসনে তাঁর দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা এখনো সবার কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ ও কাঙ্ক্ষিত। এছাড়াও আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও তার বিশপীয় জীবনে যে অবদান রেখে গেছেন তা কালের সাক্ষী হয়ে থাকবে। তার সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা, বাস্তবধর্মী ও যুগোপযোগী চিন্তা-ভাবনার ফলেই স্থানীয় মণ্ডলী স্বাবলম্বীতার দিকে যাত্রা করেছে। মাণ্ডলীক কাজে স্থানীয় ভক্তগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যাজকদের জন্য তার সহৃদয়তা, মমতুবোধ এবং মেষপালের জন্য পিতৃসুলভ ভালবাসা বাংলাদেশ মণ্ডলীকে করেছে সমৃদ্ধ, গৌরবান্বিত। তিনি ছিলেন সত্যের উপাসক ও স্পষ্টভাষী। ঈশ্বর ও মণ্ডলীকে ভালবেসেছেন আর খ্রিস্টীয় আদর্শে ভক্তজনগণকে কাছে টেনে এনেছেন। আর্চবিশপ মাইকেল বাংলাদেশ মণ্ডলীতে শুধুমাত্র একটি নাম নয়, তিনি এক জীবন্ত ইতিহাস, একজন কিংবদন্তী। তিনি উত্তম পালক-সাধক; তিনি উত্তম নেতা।

ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার মত উত্তম কাজই করেছেন কুমারী মারীয়ার স্বামী ও বিশ্বজনীন মণ্ডলীর প্রতিপালক সাধু যোসেফ। কথা কম কাজ বেশি এ বৈশিষ্ট্যের মূর্ত প্রতীক সাধু যোসেফ জীবনের সর্বাবস্থায় উত্তম কাজগুলোই করেছেন। তাঁর নম্রতায় ও সাধুতায় প্রীত হয়ে ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে প্রতিপালন করার জন্য মনোনীত করেন সহজ সরল নম্র ও বিশ্বস্ত যোসেফকে। তিনি যিশু ও মারীয়াকে লালন-পালন করেছেন এবং তাদেরকে বহুবিধ বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। সাধু যোসেফ একাধারে আদর্শ পিতা ও স্বামী অন্যদিকে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে বিশ্বস্ততার এক আদর্শ। যিশু ঈশ্বরপুত্র হয়েও তাঁর অধীনে থেকেছেন এবং শিখেছেন সকল মানবিক মূল্যবোধ। ফলশ্রুতিতে সাধু যোসেফ যিশুর খুব আপন ও কাছের মানুষ ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করেই পবিত্র পরিবারকে প্রতিপালন করেছেন। সমস্যা-সংকট তিনি ধীর স্থির চিত্তে মোকাবেলা করেছেন। তিনি যেমনিভাবে শিশু যিশু ও মারীয়াকে রক্ষা করেছেন ঠিক একইভাবে বিশ্বমণ্ডলীকেও রক্ষা করবেন।

ফেব্রুয়ারির ২৪ তারিখ থেকে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তার প্রভাব বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। যুদ্ধের ধুয়ো তুলে বাংলাদেশের কিছু অসাধু ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট তৈরি করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের জীবনকে রণক্ষেত্রে পরিণত করেছে। এর অবসান হওয়া জরুরী। যারা মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে, তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারাটা একজন উত্তম নেতার পরিচয়। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যেই দেশে-বিদেশে উত্তম নেতা হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। কেননা তিনি সহজ সাধারণ জীবন যাপন করেন এবং দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। কতিপয় দুষ্ট ও অসৎ ব্যবসায়ী কিংবা কিছু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গের কারণে দেশের সরকারের এ বিশাল অর্জন কলুষিত হতে দেওয়াটা ঠিক হবে না।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের জন্যে আমরা বিশ্বজনীন মণ্ডলীর প্রতিপালক সাধু যোসেফ এর মধ্যস্থতায় অবিরাম প্রার্থনা করে যাবো। যুদ্ধে জড়িত ব্যক্তিদের থেকে শান্তি স্থাপনে আরো বেশি মানুষ এগিয়ে আসুক। দলীয় স্বার্থ কেন্দ্রে না রেখে সর্বজনীন স্বার্থটিকে প্রাধান্য দিক। শুভবোধের উন্মেষ যেনো শিঘ্রই হয় আর অতি সত্বর বন্ধ হোক সকল যুদ্ধ॥ †

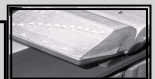

উত্তরে যীশু তাকে বললেন, 'লেখা আছে মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচবে না'। লুক ৪:৪

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ
১৩ - ১৯ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

১৩ মার্চ, রবিবার
আদি ২২: ১-২, ৯-১৩, ১৫-১৮, সাম ১১৬: ১০, ১৫, ১৬-১৭, ১৮-১৯, রোমীয় ৮: ৩১-৩৪, মার্ক ৯: ২-১০
পুণ্য ভূমির জন্য দান সংগ্রহ
পুণ্যপিতা ফ্রান্সিসের পোপীয় পদাভিষেক দিবস (২০১৩)
১৪ মার্চ, সোমবার
দানি ৯: ৪খ-১০, সাম ৭৯: ৮-৯, ১১, ১৩, লুক ৬: ৩৬-৩৮
১৫ মার্চ, মঙ্গলবার
ইসা ১: ১০, ১৬-২০, সাম ৫০: ৭, ১৬-১৭, ২১, ২৩, মথি ২৩: ১-১২
১৬ মার্চ, বুধবার
জেরে ১৮: ১৮-২০, সাম ৩১: ৫-৬, ১৩-১৫, মথি ২০: ১৭-২৮
১৭ মার্চ, বৃহস্পতিবার
জেরে ১৭: ৫-১০, সাম ১: ১-৪, ৬, লুক ১৬: ১৯-৩১
সাধু প্যাট্রিক, বিশপ, স্মরণদিবস
(ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের প্রতিপালকের পর্ব)
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
এজে ৩৪: ১১-১৬ (বিকল্প: ১ করি ৯: ১৬-১৯, ২২-২৩)
সাম ৯৬: ১-৩, ৭-৮ক, ১০, লুক ১০: ১-৯
১৮ মার্চ, শুক্রবার
আদি ৩৭: ৩-৪, ১২-১৩ক, ১৭খ-২৮ক, সাম ১০৫: ১৬-২১
মথি ২১: ৩৩-৪৩, ৪৫-৪৬
১৯ মার্চ, শনিবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বামী সাধু যোসেফ, *মহাপর্ব*
২ সামু ৭: ৪-৫ক, ১২-১৪ক, ১৬, সাম ৮৯: ১-৪, ২৬-২৭, রোমীয় ৪: ১৩, ১৬-১৮, ২২, মথি ১: ১৬, ১৮-২১, ২৪ক, (বিকল্প লুক ২: ৪১-৫১)

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৩ মার্চ, রবিবার
+ ১৯৫৯ সিস্টার মেরী বেনেডিক্ট যোসেফ পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৭৭ মাদার জার্মেইন লালন্ড সিএসসি
+ ১৯৮৪ ব্রাদার লিও ডুবুয়া সিএসসি
+ ১৯৮৯ ফাদার পিটার সাহা (চট্টগ্রাম)
১৪ মার্চ, সোমবার
+ ১৯৬২ সিস্টার এম. কানিসিয়াস মিনাহ্যান সিএসসি
+ ১৯৭৬ সিস্টার **অগাষ্টিন মারী হোয়াইট** সিএসসি
+ ১৯৮৬ সিস্টার এম. ডলোরেস ম্যাকনামারা আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ১৯৮৮ ফাদার রবার্ট আস্কিন্স সিএসসি (ঢাকা)
১৫ মার্চ, মঙ্গলবার
+ ২০০৪ ব্রাদার লিগরী ডেনিয়ার সিএসসি (ঢাকা)
১৬ মার্চ, বুধবার
+ ১৯৮৭ সিস্টার তেরেজা গাল্লেয়ানী পিমে
+ ১৯৯৬ সিস্টার তেরেজা গ্রেগোয়ার সিএসসি
+ ২০১৫ সিস্টার বেনেদেত্তা মন্ডল এসসি (রাজশাহী)
+ ২০২০ সিস্টার অত্তিলিয়া নাভা এসসি (খুলনা)
১৭ মার্চ, বৃহস্পতিবার
+ ১৮৭৯ ফাদার মোলতেনি আলেসান্দ্রো পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৪ ফাদার যোসেফ প্যাটেনৌউড সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৫ ফাদার নির্মল কস্তা (রাজশাহী)
১৮ মার্চ, শুক্রবার
+ ২০০৩ সিস্টার মলি ইমেল্ডা গমেজ এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০০৭ আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও (ঢাকা)
+ ২০২০ ফাদার সিরিল টপ্প (দিনাজপুর)
১৯ মার্চ, শনিবার
+ ১৯৮৩ ব্রাদার জোরার্ড টুর্কেটি সিএসসি

ধারা-৩
খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

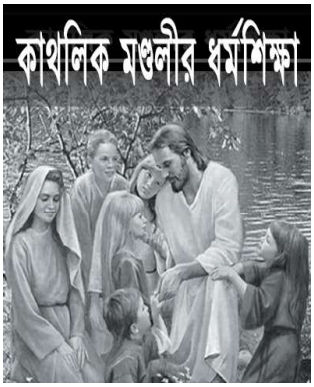

কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন ও পিতার মহিমাস্তুতি

১৩৬৬: তাই খ্রীষ্টপ্রসাদ হল একটি বলিদান, কারণ এটি ক্রুশীয় বলিদানকে পুনঃউপস্থিত করে, কারণ তা সেই বলিদানেরই স্মারক-অনুষ্ঠান, কারণ তা বলিদানের ফলকে কার্যকরী করে: আমাদের প্রভু ও ঈশ্বর (খ্রীষ্টকে) চিরকালীন মুক্তি সাধনের জন্য ক্রুশের বেদীতে তাঁর মৃত্যু দ্বারা পিতা ঈশ্বরের নিকট সবার জন্য একবারই নিজেকে অর্পণ করতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর যাজকত্ব তাঁর মৃত্যুতে শেষ হওয়ার নয়, শেষভোজে রাত্রিতে তিনি শত্রুহস্তে সমর্পিত হয়েছিলেন", তিনি চাইলেন তাঁর প্রিয়তমা বধূ মণ্ডলীর জন্য এক দৃশ্যমান বলিদান রেখে যেতে (মানুষের প্রকৃতি যেমন দাবী করে), যার মাধ্যমে, সেই রক্তের বলিদান, যা ক্রুশে সবার জন্য একবারই তাঁকে সম্পন্ন করতে হয়েছিল, তা পুনঃউপস্থিত করা হবে, জগতের শেষদিন পর্যন্ত যার স্মরণ চিরন্তন করা হবে, এবং তার ত্রাণদায়ী ক্ষমতা আমাদের কৃত দৈনন্দিন পাপের ক্ষমার জন্য কর্যকরী করা হবে।

১৩৬৭: খ্রীষ্টের বলিদান ও খ্রীষ্টপ্রসাদের বলিদান হচ্ছে একই অনন্য বলিদান। বলি এক ও অভিন্ন: যাজকদের সেবাকর্মের মধ্যদিয়ে তিনিই বলি অর্পণ করেন, যিনি ক্রুশে নিজেকে অর্পণ করেছেন; অর্পণ করার ধরনটা শুধু ভিন্ন। "এবং যেহেতু ঐশ্বরিক বলিদান খ্রীষ্টযাগে অর্পণ করা হয়, সেহেতু একই খ্রীষ্ট, যিনি ক্রুশের বেদীতে নিজেকে একবার রক্তপাতের দ্বারা অর্পণ করেছেন, তিনিই এই বলিদানে এখন বিদ্যমান এবং রক্তপাতহীনভাবে তিনি অর্পিত হন।"

১৩৬৮: খ্রীষ্টপ্রসাদ আবার মণ্ডলীরও বলিদান। খ্রীষ্টের দেহ, অর্থাৎ মণ্ডলী তার মস্তকের বলিদানে অংশগ্রহণ করে। খ্রীষ্টের সঙ্গে মণ্ডলীও সামগ্রিক ও পূর্ণভাবে অর্পিত হয়। খ্রীষ্টমণ্ডলী সকল মানুষের জন্য পরমপিতার নিকট খ্রীষ্টের আবেদন প্রার্থনার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে। খ্রীষ্টপ্রসাদে খ্রীষ্টের বলিদান তাঁর দেহের অঙ্গেরও বলিদান হয়ে ওঠে। খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের জীবন, তাদের প্রশংসা-স্তুতি, দুঃখ-কষ্ট, প্রার্থনা ও কাজ খ্রীষ্ট ও তাঁর সমস্ত নৈবেদ্যর সঙ্গে একাত্ম হয়, এবং এর ফলে নতুন মূল্যবোধ অর্জন করে। বেদীতে উপস্থিত খ্রীষ্টের বলিদান বিশ্বাসীদের সকল প্রজন্মকে তাঁর বলিদানের সঙ্গে সংযুক্ত হতে সম্ভব করে তোলে। কাঁটাকুম্বে খ্রীষ্টমণ্ডলীকে এক প্রার্থনারত নারীরূপে অঙ্কিত করা হয়েছে, প্রার্থনা-ভঙ্গীতে তার বাহুদ্বয় প্রসারিত। খ্রীষ্ট যেমন ক্রুশে হাত প্রসারিত করেছেন, ঠিক খ্রীষ্টের ন্যায় খ্রীষ্টমণ্ডলীও তাঁর দ্বারা, তাঁর সঙ্গে এবং তাঁরই মধ্যে নিজেকে অর্পণ করে ও সকল মানুষের জন্য অনুনয় করে॥

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

২২ মার্চ, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও ডিডি-এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও "সাপ্তাহিকপ্রতিবেশীর সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সেমিনারীয়ান নিউটন ও. সরকার সিএসসি

তপস্যাকালের দ্বিতীয় রবিবার

প্রথম পাঠ : আদিপুস্তক ১৫:৫-১২, ১৭-১৮
দ্বিতীয় পাঠ : ফিলিপ্পীয় ৩:১৭-৪:১
মঙ্গলসমাচার : লুক ৯:২৮-৩৬

আজ তপস্যাকালের দ্বিতীয় রবিবারে আমরা মরুভূমিতে যিশুর চল্লিশ দিনের অবস্থান, শয়তান দ্বারা প্রলোভনের ঘটনা থেকে যিশুর দিব্য রূপান্তরের মহিমার দিকে যাত্রা করি। তপস্যাকালের প্রথম রবিবারে মরুভূমিতে যিশুর প্রলোভনের কথা বলা হয় এবং দ্বিতীয় রবিবারে সর্বদা যিশুর দিব্য রূপান্তরের কথাই বলা হয়। যিশুর দিব্য রূপান্তরের ঘটনাটি ঘটে যখন পিতর যিশুকে মশীহ্ হিসেবে স্বীকার করেন এবং যিশু যখন তাঁর ভাবী যাতনাভোগের কথা প্রকাশ করেন তার পরবর্তী ঘটনাতে। পিতরের স্বীকারোক্তি এবং যিশুর ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের উৎসাহিত করে, যিশুর দিব্য রূপান্তরের ঘটনাকে আরো গভীরতর ভাবে যিশুর পুনরুত্থানের রহস্যের সঙ্গে মূল্যায়ণ করতে।

আজকের প্রথম পাঠ ও মঙ্গলসমাচারের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে: দুই জায়গাতেই গৌরব প্রকাশের সার সংক্ষেপ করা হয়েছে। প্রথমত, বিশ্বাসের গুণেই ঈশ্বর আব্রাহামের কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন এবং তাঁকে মহাআশীর্বাদে ধন্য করলেন। ঈশ্বর শুধু আব্রাহামের কাছে নিজেকে প্রকাশই করেননি বরং একটি বিশেষ সন্ধি স্থাপনও করেছেন। অন্যদিকে মঙ্গলসমাচারে যিশুর দিব্য রূপান্তরেরর মধ্যদিয়ে তাঁর প্রকৃত রূপ শিষ্যদের মাঝে প্রকাশ পেয়েছে, গৌরবময় ভাবেই তিনি শিষ্যদের সামনে নিজেকে প্রকাশ করলেন এবং তাঁর পুনরুত্থানেরও ইঙ্গিত দিলেন।

দ্বিতীয় পাঠে, সাধু পল ফিলিপ্পীয়দের কাছে পত্রে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন, আমরা যেন দৃঢ় ভাবেই খ্রিস্টের উপর আস্থা স্থাপন করি; তিনি আমাদের রক্ষা করবেন ও পরিচালনা দান করবেন। দৈনন্দিন জীবনে আমরা খ্রিস্টের ক্রুশের শত্রু না হয়ে বরং ক্রুশের ভক্ত ও অনুরাগী হয়ে উঠি।

মঙ্গলসমাচারে, পর্বতে যিশুর দিব্য রূপান্তরের ঘটনাটি মাত্র তিনজন শিষ্যের সামনেই ঘটেছিল: পিতর, যাকোব ও যোহন। যিশু যখন প্রার্থনা করলেন তখন তাঁর চেহারা মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কিন্তু শিষ্যেরা তখন ঘুমিয়ে ছিল। ঠিক একই চিত্রটি প্রতীয়মান হয়ে উঠবে যখন যিশু গেৎশিমানী বাগানে প্রার্থনা করবেন, তাঁর যাতনাভোগ ও মৃত্যুর পূর্বে তখনও তারা ঘুমিয়ে থাকবে। তবুও যিশু তাঁর মহিমা ও গৌরব তাদের কাছেই প্রকাশ করলেন। তারা যিশুর মধ্যে গৌরবান্বিত আলো দেখতে পেল যিনি নব সন্ধির প্রতিনিধিত্বকারী। তাঁরা অবশ্য মোশী (পুরাতন নিয়মের আইনের প্রতিনিধি) ও প্রবক্তা এলিয়কেও (প্রবক্তাদের প্রতিনিধি) দেখল যারা ইস্রায়েল জাতির পরিত্রাণের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। তাঁদের পুণ্যময় উপস্থিতি প্রকাশ করে যিশুই হলেন প্রকৃত মুক্তিদাতা এবং নতুন ও পুরাতন নিয়মের পূর্ণতা ও কেন্দ্রবিন্দু। যিশু পাহাড়ে একাই যেতে পারতেন কিন্তু তিনি শিষ্যদের মধ্য থেকে তিনজনকে সঙ্গে নিলেন। কেননা তাঁরা যেন বুঝতে পারে, তাঁরা যিশুর সঙ্গে থেকে সময়ের অপচয় করছেন না বরং তিনি যেন তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি ও দৃঢ় করতে পারেন এবং তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত যে সব কথা রয়েছে, তাঁর প্রকৃত রূপ বুঝতে পারেন। তাঁর দিব্য রূপান্তরের মধ্যদিয়ে আমাদেরকে নিশ্চিত করেছেন; আমাদেরও গৌরবময় রূপান্তর ঘটবে যদি আমরা তাঁর সাথে যুক্ত থাকি।

পিতর ও তার সঙ্গীরা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, তবে তারা জেগে উঠে যিশুর গৌরবময় মহিমা দেখতে পেল। হয়তো বা কষ্ট করে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। যদিও তাদের মনে কৌতূহল ছিল এবং তারা একান্ত ভাবেই জানতে চেয়েছিল যিশু কেন তাদের এখানে নিয়ে এলেন, এজন্য তারা যথেষ্ট কষ্ট করছিল জেগে থাকার জন্য। দৈহিক ভাবে তারা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে তারা জাগ্রত ছিল যেন যে কাজের জন্য তাদের এখানে আনা হয়েছে, তা যেন সম্পন্ন হয়। যিশুর এই শিষ্যদের মত আমাদেরও আধ্যাত্মিক ভাবে জেগে থাকা প্রয়োজন যেন আমরা যিশুর গৌরবের অভিজ্ঞতা ও সহভাগী হতে পারি। আমাদেরও জেগে থাকতে হয়, সচেতন থাকতে হয় যেন আমরা যিশুকে চিনতে পারি।

তপস্যাকাল আমাদের ত্যাগ করার সুযোগ তৈরি করে দেয় এবং প্রার্থনা, ভাল কাজ, অনুধ্যান ও আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে আমাদের ভাবী গৌরবের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। আজ যিশুর দিব্য রূপান্তর ঘটল যখন তিনি প্রার্থনা করছিলেন। তিনি প্রার্থনার মাধ্যমে নিজেকে নত করেছেন বলেই তাঁকে গৌরবের মহিমায় উন্নীত করা হয়েছে। প্রার্থনা যিশুর জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি প্রার্থনা করেছেন মরুভূমিতে, শিষ্যদের মনোনীত করার পূর্বে, দিব্য রূপান্তরের সময় এবং তাঁর যাতনাভোগের পূর্বে। তিনি নির্জন জায়গায় এবং পাহাড়ে যেতেন প্রার্থনা করতে, এমনকি সারা রাত প্রার্থনা করতেন। আজ আমরা চিন্তা করি, আমি কি দিনে পাঁচ মিনিট ঈশ্বরকে বা যিশুকে সময় দিয়েছি, একান্ত ভাবেই কী বলেছি, প্রভু তুমি আমাকে চালাও। এই প্রার্থনাই আমাদের জীবনকে পরিবর্তন করতে পারবে, আমাদের জীবনে নিয়ে আসবে রূপান্তর। জাগতিক সহায় সম্বলের চাহিদার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে দান করবে শান্তি ও প্রফুল্লতা।

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, আজকের বাণীপাঠ থেকে আমরা তিনটি বিষয় নিয়ে তপস্যাকালে আজকের যাত্রায় অংশ নিতে পারি: যিশু ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র, তিনি নতুন মধ্যস্থতাকারী এবং তিনিই সেই কষ্টভোগী সেবক। আমরা সকলে মহিমার আসন পেতে চাই, কিন্তু ভুলে যাই, মহিমার আসনের আগে আমাদের দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করতে হবে যেমনটি যিশু করেছেন। তাই আজ আমরা নিজেদের জন্য ও পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করি, আমরা যেন প্রার্থনার মধ্যদিয়ে যিশুর সাথে যুক্ত থাকি এবং মন পরিবর্তন করে নিজেদেরকে খ্রিস্টের ভালবাসায় রূপান্তরিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারি। মঙ্গলময় পিতা আমাদের আশীর্বাদ করুন॥

ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুশ

প্রায়শ্চিত্তকালের তৃতীয় রবিবার

১ম পাঠ : যাত্রাপুস্তক ৩:১-৮, ১৩-১৫

২য় পাঠ : ১ম করিন্থিয় ১০: ১-৬, ১০-১২

মঙ্গলসমাচার : লুক ১৩:১-৯

মুলসুর: দয়াময় ঈশ্বর আমাদের মনপরিবর্তনের সুযোগ দেন। আসুন আমরা এই সুযোগ গ্রহণ করি ও জীবন পরিবর্তন করে সর্বান্তকরণে ফিরে আসি।

আমার পরিচিত একজন ভদ্রলোক, প্রচণ্ড রকম সৌখিন। তিনি বাগান, বৃক্ষরাজি অত্যন্ত পছন্দ করেন। প্রচণ্ড ভ্রমণপিপাসুও বটে। পৃথিবীর এ প্রান্ত হতে ওপর প্রান্ত পর্যন্ত চষে বেড়ান। দুনিয়ার যে প্রান্তেই যান না কেন, ফিরবার পথে সঙ্গে নিয়ে আসেন নানা প্রকারের, নানা প্রজাতির ফুল, ফল ও বাহারি জাতের গাছ-পালা। কোনটা ফলের আশায়, কোনটা ফুলের আশায়, কোনটা বা নেহায়েত সৌন্দর্য আবার কোনটা বা শুধুমাত্র বিড়ল প্রজাতির বলেই। একবার তিনি বিদেশ থেকে একটা ছোট্ট আপেলচারা এনে তার বাগানে রোপন করলেন। নানা পরিচর্যায় গাছটা বেশ সুন্দর হয়ে উঠল। কলমের চারা হওয়ায় বছর ঘুরতেই আপেল গাছে ছোট্ট ছোট্ট ফুল হল। ভদ্রলোকের খুশী আর দেখে কে! কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হল, গাছটাতে ফুল হয় কিন্তু ফল হয় না। তিনি ইউটিউব ঘাটলেন, নানা নার্সারিতে যোগাযোগ করলেন, পরামর্শ নিলেন এবং যত্ন নিলেন ভিটামিন দিলেন। কিন্তু কোন কিছুতেই কিছু হল না। তিনি চেয়েছিলেন অন্তত একটা দুইটা ফল যদি ধরে! কিন্তু ধরল না। অবশেষে কয়েক বছর অপেক্ষা করে তিনি বিফল হয়ে গাছটা কেটে ফেললেন এবং সেখানে আর একটা নতুন চারা রোপন করলেন।

আজকের মঙ্গল সমাচারে বর্ণিত কাহিনীগুলি আমাদের কাছে আনকোড়া নতুন কোন উদাহরণ নয়। বরং এগুলি আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে অনুসঙ্গ। এগুলি আমরা প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতা করি। আমরা জমিতে ফসলের বীজ বুনি বা কোন বৃক্ষ রোপন করি তা থেকে ফলের আশা নিয়েই। আমরা যেন অধিক ফল পেতে পারি, সেই জন্য তার পরিচর্যাও করি, গাছ বেড়ে ওঠার জন্য জল দেই, সার দেই, আগাছা-পরগাছা পরিষ্কার করি। কোন কিছু যেন নষ্ট না করে সেই জন্য যত্ন করে চারিধারে বেড়া দেই। কীট পতঙ্গ যেন ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য কীটনাশক ও নানা ঔষধ দেই। অধিক ফলন পাবার আশায় সার-গোবরের পাশাপাশি আধুনিক নানা ভিটামিনও দেই। এত পরিশ্রম ও যত্নাদি করার পরও যখন আমরা আশানুরূপ ফল পাই না। তখন আমরা বিরক্ত হই, ব্যর্থ মনোরথে সিদ্ধান্ত করি এই গাছ আর রাখব না। যেহেতু কোন ফল পাবার আশাই নেই, তাহলে কেটে ফেলে আবার নতুন চারা রোপন করব, যা হবে ফলশালী। এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার পরও; হতে পারে, কখনো কখনো, কেউ এসে বলল বা নতুন কোন পরামর্শ দিল যে, এই গাছ এখন না কেটে বরং অমুক সার দাও, বা মাটি খুঁড়ে অমুক জিনিস দাও। নিজের লাগানো গাছ, তাই গাছটার প্রতি ইতোমধ্যে অবশ্যই মায়া পড়ে গেছে । তাই আমরা সিদ্ধান্ত পুণর্বিবেচনা করি। নতুনভাবে পরিচর্যা করি এবং আরো কয়েক মাস বা বছর সময় নিয়ে ফসল পাবার প্রত্যাশায় আবার নতুন নতুন পদ্ধতিতে যত্ন করি। এইটাই আমাদের জীবন-ধারা।

আমরা মানুষ, আমাদের কত দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা আছে। আর এত সীমিত বিষয়াদি নিয়েও যখন আমরা আমাদের নিজেদের সৃষ্টির (বাগান বা গাছের বা যা কিছু যা নিজেদের বলে দাবী করি) প্রতি এতটা যত্নশীল তাহলে ঈশ্বর যিনি ভালবেসে আপন হাতে আমাদের সৃষ্টি করেছেন, যত্ন নিচ্ছেন প্রতিনিয়ত তিনি কি আমাদের এত সহজে ধ্বংস হতে দিতে পারেন? আমরা আমাদের চারিদিকে কত মন্দতা, অনাচার, অন্যায় দেখি। কত মানুষ অন্যায় করে, দুর্নীতি করে, সন্ত্রাসী করে, মিথ্যাচার করেও কতভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কত ভালো মানুষ আছে। সমাজে, মানুষের চোখে তারা সম্মানিত হচ্ছে। আমরা সব কিছু জেনে বুঝেও কিছু করতে পারি না, বলতে পারি না। প্রতিরোধ করতে পারি না। তখন আমরা মনে মনে ভাবি বা একে অন্যের সাথে বলাবলি করি; ঈশ্বরই যদি সকল কিছুর সৃষ্টি কর্তা হন তাহলে এই অন্যায়কারী, অত্যাচারি, মিথ্যাবাদী এদের কেন বাঁচিয়ে রেখেছেন? তিনি কি এই মন্দ লোকগুলিকে ধ্বংস করতে পারেন না? এদের ধ্বংস করে দিলেই তো পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসে। নেমে আসে সিদ্ধতা। আমরা সকলেই সুখে আনন্দে জীবন যাপন করতে পারি। বাইবেলে যে দুগ্ধমধুর দেশের কথা বলা হয়েছে, তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাহলে ঈশ্বর কেন এই সকল মন্দতা ধ্বংস করেন না? হ্যাঁ কথা সত্য। ঈশ্বর চাইলেই মৃত্যু ডেকে আনতে পারেন; ধ্বংস করতে পারেন সকল অন্যায়কারীকে। তিনি পারেন শাশ্বত আগুনে নিক্ষেপ করতে। যেমন করে আমরা পারি আমাদের গড়া বাগান ধ্বংস করতে, আমাদের রোপিত নিষ্ফল বৃক্ষ নিধন করতে। হাতের কাছের কাস্তে বা কুড়াল নিয়ে কেটে ফেলতে। কিন্তু আমরা তো সব কিছু থাকার পর, ফসল সময় মত না পাবার পর সব কিছু কেটে ফেলি না। সব কিছু ধ্বংস করে দেই না। কিন্তু অপেক্ষা করি নতুন সম্ভবনার জন্য, নতুন করে যত্ন নেবার পর যদি ফসল দেয় তার জন্য প্রত্যাশা নিয়ে ধৈর্য্য ধরে থাকি।

ঈশ্বর ন্যায়বান। তিনি তাঁর আপন সৃষ্টিকে রক্ষা করতে চান। তাই আমরা যেমন জমিতে বীজ বুনে ফসলের অপেক্ষায় থাকি। তিনিও মানুষের মনের পরিবর্তনের অপেক্ষায় থাকেন। তিনি বিভিন্নভাবে আমাদের সুযোগ দেন, সময় দেন এবং যত্নও নেন। বিভিন্ন মানুষের মধ্যদিয়ে আমাদের অন্তরে চেতনা জাগান, বিভিন্ন অবস্থার মধ্যদিয়ে ভুলগুলি ধরিয়ে দেন, সংশোধনের জন্য অনুপ্রাণীত করেন। তিনি চান আমরা যেন আমাদের ভুলগুলি বুঝতে পারি এবং সংশোধনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাই এবং সর্বান্তকরণে তাঁর কাছে ফিরে আসি।

ঈশ্বর অসীম ধৈর্যশীল। ডুমুর গাছের মালিক যেমন ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করে, তেমনি ঈশ্বর মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করেন। তিনি প্রাচীন প্রবক্তাদের মধ্যদিয়ে মানুষের অন্তরের বিবেকবোধ জাগাতে সচেতন করেছেন। নতুন নিয়মে সাধু যোহন এর মধ্যদিয়ে এবং সর্বোপরি স্বয়ং পুত্রঈশ্বর মন পরিবর্তনের আহ্বান করেছেন। শুনিয়েছেন মঙ্গলবাণী, দেখিয়েছেন শতপথ। প্রতি বছর বিশেষত প্রায়শ্চিত্তকালে আমরা বুঝতে পারি ঈশ্বর আমাদের জন্য কত না সহনশীল।

আবার আমরা মনে রাখি ঈশ্বর ধৈর্যশীল হলেও তিনি ন্যায়বিচারক। তিনি অনন্তকাল ধৈর্য ধরে থাকবেন না। অনেক সুযোগ পাওয়ার পরও যখন মানুষ তার মনের পরিবর্তন না আনেন। যখন সংশোধনের কোন চেষ্টাই আর করে না। তখন ঈশ্বর ন্যায়দণ্ড হাতে বিচার করবেন। যার যার কাজের প্রতিফল তিনি তাকে দেবেন। তিনি শাস্তি দিতেও কুণ্ঠিত হন না। পুরাতন নিয়মে আমরা অনেক শহর ধ্বংসের কথা শুনি, শুনি অনেক জাতির, মানুষের ধ্বংস হওয়ার নির্মম বর্ণনা, যারা সুযোগ হেলায় নষ্ট করেছে, তাদের শেষ পরিণতিও হয়েছে ধ্বংস।

শুধু শাস্ত্রবাণীতেই নয়, এইরূপ অবস্থার বিষয় আমরা আমাদের জীবন অভিজ্ঞতায়ও দেখি, কত মানুষ কত ঝড় ঝাপটা কাটিয়ে ওঠে, যখন ঈশ্বর তাকে পরির্বতনের শক্তি দান করেন। হয়তো লড়াই করে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে রক্ষা পায় কিন্তু সংশোধিত হয় না আর তখন আবার দেখি হঠাতই সুসময়ে জীবনের অবসান হয়। এমনও নজরে পড়ে; কত বড় বড় দালানকোঠা যত্নের অভাবে, সময় মত মেরামত করা না হলে হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে খান খান হয়ে যায়। বিশাল অট্টালিকা, যা মাথা তুলে সবার ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে, তাই আবার ধূলায় মিশে যায়।

সুতরাং ঈশ্বরের দেওয়া অনুগ্রহরূপ সময় আমাদের কাজে লাগানো প্রয়োজন। অযথা কালক্ষেপন করা ঠিক নয়। মহান ঈশ্বরে ধৈর্য পরীক্ষা করা আমাদের কাজ নয়। আমাদের কাজ হল ঈশ্বরের বিশ্বাস রাখা ও তাঁর দয়ায় উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবন পর্যালোচনা করা। আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের করুণার কমতি নেই। তিনি বার বার সুযোগ দেন কিন্তু মনে রাখতে হবে তিনি শুধু মাত্র দয়ালু করুণানিধান ঈশ্বরর নন, তিনি ন্যায়বান ঈশ্বর এবং ন্যায় বিচারকও বটে। একটা সময় তাঁর দয়া করুণা অনুগ্রহের প্রাচুর্য্য যা আমাদের দিয়েছেন, তার নিরিখেই তিনি আমাদের বিচার করবেন। শাস্তি ও পুরস্কার দিবেন। আমরা তাঁর দেওয়া অনুগ্রহ যেমন করে ব্যবহার করব তিনি আমাদের সেই মতই পুরস্কার দিবেন। প্রায়শ্চিত্তকালের এই

আধ্যাত্মিক গুণের আধার সাধু যোসেফ

ফাদার সুরেশ পিউরীফিকেশন

ঈশ্বর মানব মুক্তি পরিকল্পনায় সাধু যোসেফকে বেছে নিয়েছিলেন মুক্তিদাতা যিশুর পালক পিতা হিসেবে। পবিত্র বাইবেলে যোসেফের বিষয়ে খুব বেশি কিছু লেখা না থাকলেও ঐশ পরিকল্পনায় সাধু যোসেফের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নম্রতার সাথে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বিশ্বস্তভাবে পালন করেছেন। পবিত্র বাইবেলে দেখি, স্বর্গদূত দর্শন দিয়ে তাকে বলেন, "দাউদ সন্তান যোসেফ, তোমার স্ত্রী মারীয়াকে ঘরে আনতে ভয় করো না, কারণ সে যে সন্তান সম্ভবা হয়েছে তা পবিত্র আত্মারই প্রভাবে। সে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে, তুমি তার নাম রাখবে যিশু, কারণ তিনিই আপন জাতির মানুষকে তাদের পাপ থেকে মুক্ত করবেন *(মথি ১:২০-২১)*।" ঈশ্বরের এ বাণী শুনে সাধু যোসেফ দ্বিতীয় আর কোন চিন্তা করেননি বা কোন প্রশ্ন করেননি। এত বড় দায়িত্ব নিতে কোন সংকোচবোধ করেননি। তিনি সমস্ত কিছুই বিনা বাক্যে নম্রতার সাথে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে কাজ করা খুব সহজ ছিল না। প্রতি পদে পদে এসেছে বিপদ, অনিশ্চয়তা, পারিপার্শ্বিক চাপ ও চ্যালেঞ্জ। রাজা হেরোদের হাত থেকে যিশুকে বাঁচানোর জন্যে ঈশ্বরেরই নির্দেশে ধন্যা কুমারী মারীয়া ও যিশুকে নিয়ে সাধু যোসেফ মিশর দেশে পালিয়ে গেলেন। তারপর আবার নাজারেথে ফিরে আসেন। যোসেফ সবসময়ই শিশুযিশু ও মা মারীয়াকে যত্ন করেছেন একজন আদর্শ স্বামী, আদর্শ প্রতিপালক হিসাবে সাধু যোসেফ তার দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রার্থনাশীল ও নীরব সাধক

পবিত্র বাইবেল থেকে সাধু যোসেফ সম্পর্কে যা জানা যায় তা হলো; তিনি ছিলেন একজন ধর্মনিষ্ঠ মানুষ। তিনি নীরব প্রার্থনার মানুষ ছিলেন। যদি তিনি আধ্যাত্মিক ও প্রার্থনাশীল মানুষ না হতেন তাহলে তাঁর পক্ষে কোনভাবেই ঈশ্বরের সকল আদেশ পালন করা সম্ভব হতো না। তাছাড়া আরো বলা যায় যে, তিনি প্রার্থনাশীল মানুষ ছিলেন বলেই পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় ঈশ্বরের মানব মুক্তির পরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অধ্যাত্ম সাধনায় সদা নিমগ্ন, যে কারণে তিনি সব সময় অন্তরে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করতেন, সে কারণেই তিনি যিশুর আধ্যাত্মিক গঠনে ও আধ্যাত্মিক জীবনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যিশু মানব জাতির মুক্তির জন্য নিষ্পাপ বলিরূপে নিজেকে উৎসর্গ করবেন। সাধু যোসেফ ছিলেন নীরব সাধক তিনি। তিনি নীরব কর্মী হিসেবে ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করেছেন। পবিত্র বাইবেলে আমরা যোসেফকে কথা বলতে শুনিনি কিন্তু তিনি নীরবে ঈশ্বরের আদেশ শুনে তা পালন করতে যিশু ও মারীয়াকে নিয়ে মিশরে যাত্রা করেন এবং তাদেরকে রক্ষা করেন। সাধু যোসেফের এই নীরবতা আমাদের জীবনের জন্য এক উজ্জ্বল আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

বিনম্র সেবক

সাধু যোসেফ ছিলেন একজন প্রকৃত বিনয়ী স্বভাবের মানুষ। তাই তিনি আজ আমাদের মাঝে বিনম্রতার আদর্শ হিসেবে চির অমর হয়ে আছেন। তিনি সকল প্রকার লোভ-লালসা, আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস ইত্যাদিকে তুচ্ছ করে নিজের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। পবিত্র বাইবেলে দেখি: মারীয়ার দুর্নাম করতে না চেয়ে তিনি তাঁকে গোপনেই ত্যাগ করবেন বলে স্থির করলেন। তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এমন সময় প্রভুর এক দূত স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন: ''দাউদ সন্তান যোসেফ, তোমার স্ত্রী মারীয়াকে ঘরে আনতে ভয় ক'রো না, কারণ সে যে সন্তান সম্ভবা হয়েছে, তা পবিত্র আত্মারই প্রভাবে *(মথি ১: ১৯-২০)*।" পবিত্র বাইবেলের অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে ''যোসেফের ঘুম ভেঙ্গে গেলে প্রভুর দূত তাঁকে যা করতে বলেছিলেন, তিনি তা-ই করলেন: তিনি তাঁর স্ত্রীকে ঘরে আনলেন *(মথি ১:২৪)*।" সাধু যোসেফ যদি বিনম্র ও ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাসী ও আস্থাশীল না হতেন তাহলে তাঁর পক্ষে প্রভুর দূতের আদেশ কোন ভাবেই মানা সম্ভব হতো না। সাধু যোসেফের জীবন দেখে বুঝা যায় বিনম্রতা ব্যক্তিকে বিনয়ী হতে সাহায্য করে এবং সকল প্রকার স্বার্থপরতা, অহংকার ও ভোগবাদমূলক মনোভাব থেকে দূরে রাখে। সাধু যোসেফ আপন ইচ্ছার উপর প্রাধান্য না দিয়ে বিনম্রতার সহিত ঐশ আদেশ মেনে নিয়েছিলেন এবং মারীয়াকে সদাঅন্তকরণে গ্রহণ করেছিলেন। সাধু যোসেফ স্বর্গীয় দূতের প্রতিটি আদেশ নম্রতার সাথে পালন করে আমাদের মাঝে যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তা জীবনময় সত্যে মানব জাতির মুক্তির লগ্নকে ত্বরান্বিত ও গৌরবান্বিত করেছে।

বাধ্য ও দায়িত্বশীল

সাধু যোসেফের একটি বিশেষ গুণ হলো বাধ্যতা। তিনি পরিবারে ও সমাজের কাছে বাধ্য ছিলেন তেমনি ঈশ্বরের প্রতিও ছিলেন একান্ত বাধ্য। ঈশ্বর দূত মারফত তাঁর কাছে যে সকল আদেশ-বাণী প্রেরণ করেছেন তিনি তা হৃদয়-মন দিয়ে পালন করেছিলেন তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় সাধু মথি রচিত মঙ্গলসমাচারে। সেখানে লেখা আছে, "পণ্ডিতেরা চলে যাওয়ার পর প্রভুর এক দূত যোসেফকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন: ওঠ! শিশুটি ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশর দেশে পালিয়ে যাও তুমি, আর আমি কিছু না বলা পর্যন্ত সেখানেই থাক! কারণ হেরোদ শিশুটিকে মেরে ফেলবার জন্যে শীঘ্রই তাঁর খোঁজ করতে শুরু করবে। যোসেফ তখন উঠলেন আর সেই রাতেই শিশুটি ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশর দেশে রওনা হলেন *(মথি ২:১৩-১৪)*।" এখানে ঈশ্বরের প্রতি সাধু যোসেফের একান্ত বাধ্যতা ও দায়িত্বশীলতার গুণটি বিশেষভাবে প্রকাশ পায় কারণ তিনি দূতের কথায় কোন সন্দেহ বা কালবিলম্ব না করেই বিনম্র সেবকের মত তখনি ঈশ্বরের আদেশ পালন করার জন্য মিশরের অভিমুখে যাত্রা করলেন। তিনি সেখানে যিশু ও মারীয়ার যত্ন নেন ও রক্ষা করেন। তিনি নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দায়িত্ব পালনে ছিলেন বিশ্বস্ত সেবক। ঈশ্বরের ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য তিনি যিশু ও মারীয়ার জন্য সকল কষ্ট ও ত্যাগস্বীকার সানন্দে গ্রহণ করে তিনি বাধ্যতার এক উজ্জ্বল আদর্শ তুলে ধরেন।

পবিত্র ও ন্যায়পরায়ণ

সাধু যোসেফ ছিলেন একজন পবিত্র মানুষ যিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এ গুণটি বিশেষভাবে অনুসরণ করেছিলেন সাধু যোসেফ ছিলেন একজন পরিপূর্ণ পবিত্র মানুষ যিনি সারা জীবন পবিত্রভাবে জীবন যাপন করেছেন। একইভাবে তিনি মারীয়ার পবিত্রতা ও কুমারীত্বকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি একজন ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ মানুষ ছিলেন। তিনি কোন প্রকার মন্দতাকে গ্রহণ করতেন না জীবনে সব সময় সৎ পবিত্র ও ন্যায়বান হিসেবে আদর্শ দেখিয়েছেন। যিশু ও মারীয়াকে নিয়ে একটি পবিত্র পরিবার গড়ে তুলেছেন। পবিত্র পরিবারকে পালন ও রক্ষা করতে সর্বদা তিনি ভালবাসা সেবা দিয়ে গেছেন। তাই আমরা বলতে পারি সাধু যোসেফ ছিলেন পবিত্রতা ও ন্যায়পরায়ণতার মূর্ত প্রতীক, যিনি পবিত্রতা ও ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ হিসেবে উদীয়মান নক্ষত্রের মতো সদা দীপ্তিমান।

আদর্শ পিতা ও শিক্ষক

মুক্তিদাতা যিশুর পালক পিতা হবার জন্য ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে যোসেফকে বেছে নিয়েছিলেন। আর সাধু যোসেফ নম্রতার সাথে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং একজন আদর্শ পিতা ও শিক্ষক হিসেবে যিশুকে লালন পালন করেন। পরিবারের কর্তা এবং আদর্শ

(১২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বামী সাধু যোসেফ

জনি জেমস মুরমু সিএসসি

অতি সাধারণ জীবন-যাপন, বিশ্বস্ত, নম্র, দায়িত্বশীল নীরব কর্মী সাধু যোসেফ সম্পর্কে বাইবেলে তেমন কোনো ঘটনা না থাকলেও প্রভু যিশুখ্রিস্ট ও কুমারী মারীয়ার রক্ষক এবং তাদের প্রতি তার অসীম ভালোবাসার আদর্শের বহির্প্রকাশ ঘটিয়ে তিনি নীরব সাধক হয়ে মণ্ডলীতে একজন আদর্শবান পুণ্যপুরুষ হয়ে আছেন। তার প্রতি বিশেষ সম্মানার্থে কাথলিক মণ্ডলীতে দুটো আলাদা পর্ব পালিত হয়ে আসছে। কুমারী মারীয়ার স্বামী হিসেবে তার অনবদ্য ভূমিকার জন্য এই দিনটি মহাপর্ব হিসেবে পালিত হচ্ছে। তাই একজন আদর্শবান স্বামী হিসেবে সাধু যোসেফের মধ্যে যে সকল অনুকরণীয় গুণাবলী রয়েছে আসুন তা সংক্ষেপে জেনে নেই।

বিশ্বস্ত ও বিশুদ্ধঃ যোসেফ ও মারীয়ার যখন বাগদান হয়েছিল তারা তখন একে অপরের সাথে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন *(মথি ১:১৮)*। যোসেফ তার প্রতিশ্রুতিতে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত ছিলেন। তাই বিয়ের আগে তিনি মারীয়ার সঙ্গে থাকেননি। তিনি মারীয়াকে সম্মান করতেন এবং তার সাথে কোন ধরণের শারীরিক সম্পর্ক থেকেও বিরত ছিলেন। এছাড়াও তিনি অন্য কোনো মহিলার প্রতি লালসা পোষণ করেননি এবং তিনি অন্য কারো সাথে সম্পর্কে জড়িত ছিলেন না। একজন ভালো স্বামী সম্পূর্ণভাবে তার স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন এবং বিয়ের পূর্বে শারীরিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকেন এবং বিয়ের পরে নিজের স্ত্রী ও তার জন্য নিজেকে সংরক্ষণ করে পবিত্র থাকেন। মণ্ডলীতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হল পবিত্র সম্পর্ক। তাই তারা কোন প্রকার পরকিয়ায় না জড়িয়ে বরং নিজেদের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে জীবন-যাপন করবেন। এটিকে তাদের মধ্যে শুচিতার বন্ধন হিসেবেও ধরা হয়।

ন্যায়নিষ্ঠ বা ধার্মিকঃ ইহুদী সমাজে যারা সুষ্ঠুভাবে মোশীর দেওয়া আইন মেনে চলত তাদেরকেই ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হত। *মথি ১:১৯* পদে আমরা পাই, যোসেফ একজন ধার্মিক মানুষ ছিলেন অর্থাৎ তিনি নিশ্চিতভাবে তৎকালীন সমাজ বা ধর্মের নিয়ম কানুন যথাযথভাবে পালন করতেন। একজন ভালো স্বামী সক্রিয়ভাবে তার ধর্মবিশ্বাস পালন করেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা, মঙ্গলসমাচারের শিক্ষা, মণ্ডলীর শিক্ষা গুরুত্ব সহকারে পালন করে থাকেন। তাই বলা যায়, একজন ভালো স্বামীর গুণাবলী হল, তিনি মণ্ডলী, সমাজ ও দেশের নিয়ম বা শিক্ষা পালন করে থাকেন এবং কোনো প্রকার অন্যায়মূলক আচরণ থেকে সংযত থাকেন। একজন গুণী মানুষই একজন ভালো স্বামী হয়ে উঠতে পারেন।

দয়ালু ও সহানুভূতিশীল : "মারীয়ার দুর্নাম করতে না চেয়ে তিনি তাঁকে গোপনেই ত্যাগ করবেন ব'লে স্থির করলেন *(মথি ১:১৯)*।" যোসেফ যখন জানলেন যে, মারীয়া তার সহিত কোন রকমের শারীরিক সম্পর্ক ছাড়াই গর্ভবতী হয়েছেন, তখন তিনি কষ্ট পেলেও তিনি তার কোনো ক্ষতি করতে চাননি। তিনি বরং মারীয়াকে জনসাধারণের অপমান ও বিব্রতকর অবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্য গোপনেই তাকে ত্যাগ করবেন বলে স্থির করেছিলেন। মারীয়ার এমন অবস্থায় তাকে শাস্তি দেওয়ার কোনো ইচ্ছা তার ছিলনা। একজন ভালো স্বামী সবসময় তার স্ত্রীর ভালো চায়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি থেকেই সন্দেহের সূচনা ঘটে। যোসেফ ও মারীয়ার মাঝেও যদি এই ভুল বোঝাবুঝি হত তাহলে নিশ্চয় অন্য ঘটনা ঘটতে পারত। তাই বলা যায় একজন ভালো স্বামী তার স্ত্রীকে সামান্য কারণে ভুল বোঝে না বরং স্ত্রী কোনো ভুল করলেও তিনি তার প্রতি দয়ালু ও ক্ষমাশীল হন। যেকোনো ঝগড়া বা রাগ ইত্যাদিতে পুনর্মিলনে কাজ করেন এবং বিবাহের প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ সুখে-দুঃখে, ধনে-দারিদ্রে.... সবকিছুতে বিশ্বস্ত থাকার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। স্ত্রীর যেকোনো দুঃখ-কষ্টে তিনি তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

ঈশ্বরের বাধ্যঃ স্বর্গদূত যোসেফের কাছে একাধিকবার স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে ঈশ্বরের বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়েছিলেন *(মথি ১:২০, ২:১৩, ১৯-২০, ২২)*। স্বর্গদূত হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি। স্বর্গদূর্তের মাধ্যমে ঈশ্বর যতবার কোনো আদেশ দিয়েছেন, যোসেফ অবিলম্বে এবং সম্পূর্ণরূপে আনুগত্য সহকারে তা পালন করেছেন *(মথি ১:১৪)*। যে স্বামী ঈশ্বরের আনুগত্য থাকে সে তার স্ত্রীর জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।

রক্ষক ও সহচরঃ রাজা হেরোদ যখন যোসেফের স্ত্রী মারীয়া ও তার নবজাত শিশু যিশুকে মেরে ফেলার আদেশ দিলেন তখন যোসেফ তাদেরকে রক্ষা করেছিলেন। তেমনি একজন ভালো স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি যে কোনো ধরণের সহিংসতামূলক আচরণ তা হোক মানসিক বা শারীরিক সবকিছু থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে থাকেন। যোসেফ মারীয়াকে সঙ্গে নিয়ে মিশরে গেলেন *(মথি ১:১৪)*। একজন ভালো স্বামী হল তার স্ত্রীর বিশ্বস্ত সহচর। স্ত্রীর যেকোনো দুঃখ-কষ্টে শারীরিক ও মানসিকভাবে পাশে থাকার মাধ্যমে তিনি তার দায়িত্ব বিশ্বস্তভাবে পালন করে থাকেন।

বিশ্বাসের সঙ্গীঃ যোসেফ ও মারীয়া একসঙ্গে মন্দিরে বলিদান উৎসর্গ করার জন্য গিয়েছিলেন *(লুক ২:২২)*। প্রতিবছর তারা নিস্তারপর্বের জন্য জেরুসালেম মন্দিরে যেতেন *(লুক ২:৪১)* এবং তারা প্রতিসপ্তাহে বিশ্রামবারে সমাজগৃহে যেতেন *(লুক ৪:১৬)*। একজন ভালো ও আদর্শবান স্বামী তার স্ত্রীকে নিয়ে একসঙ্গে গির্জায় যান। তারা একসঙ্গে প্রার্থনা করেন এবং বিশ্বাসের পথে একত্রে যাত্রা করেন।

অভিভাবকঃ আমরা বাইবেলে দেখি যে, যিশুর জন্মের সময় যোসেফ-মারীয়া একসঙ্গে ছিলেন *(লুক ২: ১৬)*। এমনকি যিশু যখন হারিয়ে গিয়েছিলেন তখন তারা একসঙ্গে তাকে খুঁজতে লাগলেন *(লুক ২: ৪৫)*। যোসেফ ও মারীয়া সবসময় নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছিলেন। কেউ কারো উপর অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেননি। যেকোনো কাজ বা দায়িত্বে তারা সমানভাবে অংশীদার ছিলেন। তাই, সন্তান বা পরিবারের যে কোনো কিছুতে তারা একসঙ্গে অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করেছেন। একজন ভালো স্বামী তাদের সন্তানদের লালন-পালনে স্ত্রীর সাথে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকেন।

উপরোক্ত বিষয়গুলো থেকে আমরা সাধু যোসেফকে ধন্যা কুমারী মারীয়ার আদর্শ স্বামী বলতে পারি। সাধু যোসেফ তিনি মারীয়ার জীবনে একজন বিশ্বস্ত বন্ধু হয়ে সবসময় তার পাশে ছিলেন। এই আদর্শের অনুসরণ যদি আমাদের সকল পিতা-মাতা বা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনুশীলন হয় তাহলে নিশ্চিন্তে আমাদের পরিবারগুলো আরো সুন্দর ও সুখী পরিবার হয়ে ওঠবে॥

যিশুর সাথে ক্রুশের পথে

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

ক্রুশ হ'ল যিশুখ্রিস্টের মুক্তিদায়ী ভালোবাসার প্রকাশ। কেননা এই ক্রুশের উপর তিনি আমাদেরই পাপের কারণে এবং মুক্তির জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন। এই পবিত্র ক্রুশই আমাদের দিয়েছে মুক্তি। এই ক্রুশ আমাদের প্রতি যিশুখ্রিস্টের ভালোবাসার চিহ্ন। এই পবিত্র ক্রুশ সেই ভয়ানক দুঃখ-কষ্ট ও প্রায়শ্চিত্ত, যা খ্রিস্টভক্ত, খ্রিস্টের দুঃখ-যন্ত্রণার সঙ্গে মিলিত হয়ে ভালোবাসার জন্য সবকিছু সহ্য করেছেন। তাই তো যিশু বলেছেন, "কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক *(মার্ক ৮:৩৪)*।" পবিত্র ক্রুশ হ'ল আড়াআড়ি দুবাহুযুক্ত একটি বস্তু বা চিহ্ন। যা ঈশ্বর ও মানুষের সম্পর্ক ও অবস্থানই প্রকাশ করে। লম্বা বাহু হল ঈশ্বরত্বের প্রতীক যা তুলনামূলকভাবে বড় যা প্রকাশ করে ঈশ্বর সর্বময়, তিনি আদি ও অন্ত। সমান্তরাল বাহু পৃথিবী ও পৃথিবীর মানুষকে নির্দেশ করে। ক্রুশ ঈশ্বর ও মানুষকে মিলিত করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে সেটি হল অনুতাপ, ক্ষমা ও মিলন। যিশুর ক্রুশমৃত্যু এই অনুতাপ, ক্ষমা ও মিলন নিয়ে এসেছে। আবার অন্যভাবে দেখলে ক্রুশ চারদিক থেকে এসে একটি বিন্দুতে মিলিত হয়েছে তা হল ঈশ্বর যিনি এক ও অভিন্ন যা হতে সব কিছু অস্তিত্ব পেয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় ক্রুশ হল একটি কেন্দ্র বা বিন্দু যেখানে থেকে ঐশ ভালোবাসা বহন করে এটি চারটি ধারা চার (চারিদিক বা সবদিক) দিকে ভালবাসা, মন পরিবর্তন, অনুতাপের বার্তা বহন করে। ক্রুশ হল একটি মিলনের চিহ্ন যেখানে ঈশ্বর ও মানুষ ক্ষমা, অনুতাপ ও ভালোবাসায় মিলিত হয়। ক্রুশ হল ভালোবাসার চিহ্ন যেখানে ঈশ্বরপুত্র জীবন দিয়ে তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। ক্রুশ একটি চিহ্ন; একটি নতুন পরিচয়। ক্রুশই মুক্তির পথ।

ক্রুশের পথঃ ক্রুশের পথে আমরা জেরুশালেমের পথ ধরে কালভেরী পর্বতে যিশুর ক্রুশ বহনের কথা গভীরভাবে ধ্যান করি। আমরা স্মরণ করি আমাদের পাপের জন্য ক্রুশের উপর যিশুর যন্ত্রণাময় মৃত্যুর কথা। ক্রুশের উপর মৃত্যুবরণ করেই প্রভুযিশু গৌরবান্বিত হয়েছেন আর আমাদের সবাইকে তাঁর কাছে টেনে এনেছেন। তাই 'ক্রুশ' আমাদের জীবনে গৌরবের, মুক্তির ও আশার প্রতীক। এই ক্রুশ থেকেই বেরিয়ে এসেছে জীবন ও পরিত্রাণ। তাই তপস্যাকালে ক্রুশের পথে যিশুর যাতনাভোগ ও ক্রুশের উপর তাঁর প্রাণত্যাগের কথা স্মরণ করে আমরা নিজেদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করি। কালভেরী পর্বত পর্যন্ত খ্রিস্টকে অনুসরণ করি, যাতে তাঁর পুনরুত্থানের অংশীদার হতে পারি। চতুর্থ শতাব্দীতে জেরুশালেমে, জৈতুন পর্বত, গেৎসিমানী বাগান, কালভেরী পর্বত ইত্যাদি জায়গাগুলোতে মহামন্দির নির্মাণ করা হয়। তৎকালে ঐ সকল পুণ্যস্থানে, পুণ্য সপ্তাহের, পুণ্য বৃহস্পতিবার রাতে ও পুণ্য শুক্রবারে সকালে ভক্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা করে শাস্ত্রপাঠ ধ্যান ও প্রার্থনার মধ্যদিয়ে যিশুর যন্ত্রণাভোগ স্মরণানুষ্ঠান উদ্‌যাপন করত। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পবিত্র নগরী জেরুশালেম ফিরে পেয়ে পিলাতের আদালত থেকে কালভেরী পর্যন্ত যিশু যে পথ ধরে গিয়েছিলেন, সেই পথ ধরে ভক্তি ও পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য কাঠের ক্রুশ কাঁধে বয়ে নিয়ে 'দুঃখের পথ' অনুসরণ করার প্রচলন শুরু হয়। এরপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে পোপ দ্বাদশ ক্লেমেন্ট ক্রুশের পথের চতুর্দশ বা চৌদ্দটি স্থান নির্ধারণ করেন। তপস্যাকালের প্রতিটি শুক্রবারে আমরা ক্রুশের পথ নিয়ে ধ্যান প্রার্থনা করি। আমরা ক্রুশের পথ করার মধ্যদিয়ে শুধুমাত্র দু'হাজার বছর আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি স্মরণ করি তা নয় কিন্তু যিশুর মর্মযন্ত্রণারই বর্তমান বাস্তবতার মধ্যে ধ্যান করি।

ক্রুশের অর্চনাঃ ক্রুশ গৌরবের প্রতীক, বিজয়ের প্রতীক, আশা ও জীবনের প্রতীক যার উপর মৃত্যুবরণ করে প্রভুযিশু আমাদেরকে পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছেন। তাই অভিশপ্ত ক্রুশ হয়ে উঠেছে পবিত্র ক্রুশ। মানবদেহধারী ঈশ্বরপুত্রকে বহনকারী এই ক্রুশের আরাধনা করি। খ্রিস্টমণ্ডলীতে প্রায়শ্চিত্তকালের শেষ শুক্রবারকে Good Friday পুণ্য শুক্রবার বা যাতনাভোগের শুক্রবার বলা হয়। ইহুদী সমাজে শনিবারকে বিশ্রামবার হিসাবে পালন করা হতো বলে শুক্রবার ছিল বিশ্রামবার পালনের প্রস্তুতি দিবস। এদিনেই যিশুখ্রিস্ট ক্রুশের উপর প্রাণত্যাগ করেছিলেন বলে এদিন হয়ে উঠেছে শোক ও দুঃখের দিন। প্রাচীন মণ্ডলীতে এদিনকে বলা হতো Bitter Day বা বেদনার দিন/ তিক্ততার দিন। আচার্য সাধু তার্তুলিয়ান বলেছেন, "যে দিন বর-কে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেদিন আমরা উৎসব করতে পারি না।" সেজন্য আদিমণ্ডলীর সময় থেকে এদিনে কোন খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হতো না। প্রাচীনকাল থেকেই মণ্ডলীতে পুণ্য শুক্রবারের ভক্তিপূর্ণ উপাসনা স্থান পেয়েছে। পঞ্চম শতাব্দীতে রোমে বাইবেল পাঠ, সামসঙ্গীত গান ও প্রার্থনা উচ্চারণের মধ্য দিয়ে এদিনের উপাসনা করা হতো। সপ্তম শতাব্দী থেকে পুণ্য শুক্রবারের উপাসনায় খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণ ও ক্রুশের অর্চনা যুক্ত হয়।

ক্রুশ অর্চনা ও ক্রুশ চুম্বনঃ প্রথম দিকে ক্রুশের প্রতি খ্রিস্টানুসারীদের ব্যক্তিগত ভক্তি ভালোবাসা প্রকাশার্থেই ক্রুশ অর্চনা ও চুম্বনের প্রচলন হয়। চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে পুণ্য শুক্রবার সকালে জেরুশালেমের আশেপাশের খ্রিস্টভক্তগণ কালভেরী পর্বতে সমবেত হতেন এবং সেখানে যাতনাভোগের কাহিনী পাঠ করা হতো। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী খ্রিস্টের প্রকৃত ক্রুশ হিসাবে পরিচিত ক্রুশটি এদিন প্রদর্শন করা হতো। জানা যায় যে, জেরুশালেমের বিশপ এই পবিত্র ক্রুশটি ভক্তগণের সামনে ধরে থ াকতেন এবং ভক্তগণ যিশুর যাতনাভোগের প্রতি তথা খ্রিস্টের প্রতি গভীর ভক্তির প্রকাশ হিসাবে নীরবে এই ক্রুশ চুম্বন করতেন। এই ভক্তি-অনুষ্ঠান দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এরপর ধীরে ধীরে সমগ্র খ্রিস্টমণ্ডলীতে ক্রুশের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থে ক্রুশ চুম্বন অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়। এভাবে সপ্তম খ্রিস্টাব্দ থেকে রোমীয় উপাসনায় ক্রুশ অর্চনা ও ক্রুশ চুম্বন স্থান করে নেয়। পুণ্য শুক্রবারের উপাসনায় আমরা পবিত্র ক্রুশের অর্চনা ও ক্রুশ চুম্বন করি। যা আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টকে বহন করতে হয়েছিল।

ক্রুশ ভালোবাসার আহ্বানঃ পবিত্র ক্রুশই হ'ল ভালোবাসার চিহ্ন কারণ ভালোবাসা হল খ্রিস্টীয় জীবনের প্রাণকেন্দ্র। মানুষের পাপের জন্য খ্রিস্ট নিজেকে উৎসর্গ করেছেন ক্রুশের উপর। ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ তিনি আমাদের দেখিয়েছেন ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করার মধ্যদিয়ে যাতে আমরা তাঁর ভালোবাসা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি। খ্রিস্ট আমাদের পাপ ও মন্দতা থেকে মুক্ত করার জন্য এবং সৎ পথে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি ক্রুশের উপর প্রাণ বিসর্জন দিয়ে ঐশ ভালবাসা প্রকাশ করেছেন যেন আমরা মুক্তি লাভ করতে পারি। যুদ্ধ করতে যেমন হাতিয়ার প্রয়োজন তেমনি মুক্তির জন্য ক্রুশের প্রয়োজন। ক্রুশ আমাদের মুক্তি এনে দিয়েছে। ক্রুশ হল একটি ব্রীজ বা সেতু যা স্বর্গ ও পৃথিবীকে যুক্ত করেছে। যিশু ক্রুশ কাঁধে আমাদের পথ দেখিয়েছেন যেন আমরা নিজেদের ক্রুশ তুলে নিয়ে তাঁর অনুসরণ করতে পারি। ক্রুশের উপরে খোলা দু'বাহু যেন ভালবাসার আহ্বান। যিশু ক্রুশের পথ বেয়ে ক্রুশ নিয়ে কালভেরীতে গিয়েছেন। আমরা ক্রুশের সিঁড়ি বেয়ে স্বর্গে পৌঁছাতে চাই যেন সেখানে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাই। যিশু তাঁর জীবন ও কর্মে সবাইকে ভালোবেসেছেন তাই ক্রুশ এখনো আমাদের ভালোবাসার বার্তা দিয়ে যাচ্ছে। সাধু আন্দ্রিয় বলেছেন, "ক্রুশ হ'ল খ্রিস্টের গৌরব ও খ্রিস্টের উন্নয়ন। ক্রুশ হ'ল সেই মহামূল্যবান পানপাত্র যা খ্রিস্টের সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা গ্রহণ করে, ফলে ক্রুশেই তাঁর যন্ত্রণাভোগের পূর্ণ পরিণতি সাধিত।"

ক্রুশ ছিল জগতের কাছে ঘৃণার প্রতীক। একই ভাবে পাপময় মানব জীবন হ'ল ঈশ্বর ও মানুষের কাছে ঘৃণার জীবন। যিশুর ক্রুশারোপণ ক্রুশকে একটি নতুন পরিচয়ে পরিচিতি দান করে, তেমনই যিশুর দেহধারণও মানুষকে নতুন পরিচয় দান করে ঐশ সন্তান হিসাবে মর্যাদা দান করে। যিশুর ক্রুশমৃত্যু যিশুর আগে বা পরে যারা লজ্জাজনক ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন তাদেরকেও তিনি গৌরবান্বিত করেছেন। সেই সাথে সেই চোর যিশুর প্রতিশ্রুতি অনুসারে সেদিনই যিশুর সাথে স্বর্গে গিয়েছিলেন। চোর হয়েও যিশুর ক্রুশারোপনের কারণে সরাসরি স্বর্গলাভের যোগ্য হয়েছিলেন। ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেই যিশু নিজ রক্তমূল্যে সকল মানবের পাপ নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন, গৌরবান্বিত হয়েছেন ও আমাদের সবাইকে ক্রুশের দিকে টেনে এনেছেন। তাই ক্রুশ চুম্বনের মধ্যদিয়ে আমরা যেমন প্রকাশ করি ক্রুশের প্রতি আমাদের ভক্তি ভালবাসা, তেমনি ক্রুশের পথে চলার মধ্যদিয়ে লাভ করি পাপের ক্ষমা ও যিশুর বিশেষ কৃপা-আশীর্বাদ। এই তপস্যাকালে যিশুর যাতনাভোগ স্মরণে আমাদের জীবনপথের প্রতিদিনের ক্রুশ ব্যবহার, ক্রুশ বহন হোক আশা ও ভরসা। যিশুর

প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও এর স্মরণে

জ্যোতি এফ গমেজ

উনিশ'শ চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও এর (বান্দুরা সেমিনারী রেক্টর ফাদার মাইকেল রোজারিও) সাথে আমার পরিচয় ঘটে। তিনি তখন আমার নিকট সেরূপ বড় মাপের ব্যক্তিত্ব হয়ে প্রকাশ পেয়েছিলেন, সারা জীবন, বলা যায় একচল্লিশ বৎসর ওনার সান্নিধ্য লাভ করে এসেছি। আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও কখনো একদিনের জন্যও পুরনো হয়ে যাননি। প্রতিবারই তার ব্যক্তিত্ব এবং জানা শোনার পরিধি আমার চোখে নতুন নতুন চমক সৃষ্টি করে এসেছে। প্রথম দিন ওনার সাথে কথা বলে যেভাবে বিস্মিত হয়েছিলাম, এখনও একই ধরনের বিস্ময় তিনি আমার মধ্যে সৃষ্টি করেন।

কিশোর বয়সে ওনার সাথে আমার পরিচয় ঘটে, সেমিনারীর নিয়ম-নীতি পালনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ভীষণ কঠোর, প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে সেমিনারীতে গিয়ে দুপুরের আহারের পরে কেন (siesta) নিতে হত বুঝে উঠতে পারিনি। একবার সেই সময়ে ঘুমিয়ে গেলে এবং তারপর সময়মত উঠে পড়ার টেবিলে ও তারপর খেলার মাঠে যেতে না পারায় নিয়মভঙ্গ হয়, তাতে শাস্তি পেতে গিয়েও স্নেহই পেয়েছি বেশী। বিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি ছিলেন আমার ইংরেজি ও ল্যাটিন ভাষার শিক্ষক।

সেমিনারীতে প্রতিমাসে রেক্টর মহোদয় সেমিনারীয়ানদের অবিডিয়েন্স (obedience) পরিবর্তন করে দিতেন। এমতাবস্থায় আমি রেক্টর মহোদয়ের ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব পেলাম। আমার সহকারীর চেয়ে কে প্রত্যহ সকালে ওনার ঘরে প্রবেশ করে বিন থেকে ফেলে দেয়া বকমার্কা সিগারেটের প্যাকেট সংগ্রহ করবে তার প্রতিযোগিতা থাকতো। দিনে ৫টিরও বেশী খোসা পেতাম। তাকে ধুমপান করতে দেখতে ভাল লাগত, হয়তো বেশী সিগারেটের প্যাকেট পাবার আশায় সেই ভাল লাগা। সেমিনারীতে প্রারম্ভিক দু'বৎসর তিনি ছিলেন আমার নিকট পর্বতসম ব্যক্তিত্ব। কিশোর-যুবাদের সাথে প্রায় প্রতিদিন তিনি খেলার মাঠে ফুটবল, ভলিবল, ওয়াটার বল, হ্যান্ডবল ও বাস্কেটবল খেলার সাথী হতেন। প্রতি মুহূর্তে ওনার কাছ থেকে বল পাবার সম্ভাবনা থাকতো। অমনোযোগি যদি কেউ হয়েছে, বল এসে অপ্রস্তুত খেলোয়াড়কে আঘাত করবে সেটি সকলের নিকট পরিষ্কার ছিল। পছন্দের খাবার-দাবার, পিকনিক ও বিনোদনের সুযোগের কমতি ছিল না তাঁর কাছে।

সেই সময়ে আমার অক্ষমতার পরিমাণ অপরিসীম। আমি রেক্টর ফাদার মাইকেলকে যতদূর বুঝতে পারি, ওনার সম্পর্কে যতটুকু জানতে পারি তার চেয়ে অনেকেই হয়তো আছেন যারা উনাকে আরো কাছ থেকে দেখেছেন ও জেনেছেন। তিনি যে আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছেন সেইটুকুই আমি লেখার চেষ্টা করছি।

সেমিনারী রেক্টর ফাদার মাইকেল ছিলেন প্রায় সকল কাজের একজন দক্ষ কর্মী। বাগান পরিচর্যা, পাইপ-কল মেরামত, বিদ্যুৎ লাইন ঠিক করা, রাজমিস্ত্রীদেরও কাজের তদারকিসহ এমন কিছু কাজ বাদ নেই যা তিনি করতে পারতেন না। সেফটি ট্যাংক শতাধিক সেমিনারীয়ানদের ব্যবহারের কারণে প্রায়শ পরিষ্কার করতে হতো। সেটাতেও উনি সকলের অগ্রভাগে ছিলেন পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে। সকল শ্রমের মর্যাদা দান ওনার কাছ থেকে দেখে শেখা। পড়াশুনা, কাজ বা খেলাধূলা যা কিছু করি না কেন, যত্ন সহকারে সম্পন্ন করা উনি শিখিয়ে গেছেন।

পরবর্তীতে ১৯৬৮-৭৮ পর্যন্ত দশটি বৎসর তিনি দিনাজপুরের বিশপের দায়িত্ব পালন করার সময়ে একাধিকবার 'বড় মিশন' ঐ বিশপ বাড়ীর নাম ঐ ভাবেই বলা হয়ে থাকে সেখানে আমি যত বার সফর করেছি প্রতিবারই উনি আমাকে আমার আত্মীয়ের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করতে না দিয়ে সেমিনারীয়ানদের সাথে থাকতে সুযোগ করে দিয়েছেন। নতুন জায়গায় থাকতে যেন আমার কোন অসুবিধা না হয় সেটা উনি নিশ্চিত করেছিলেন বারবার একই সাথে প্রাত্যহিক খ্রিস্টযাগ ও প্রার্থনায় অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরী করে।

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ যখন তিনি ঢাকা মহাপ্রদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তখনও আমি শিক্ষার্থী। নটরডেম কলেজে ১০ বৎসর প্রভাষকের দায়িত্ব পালন, বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষা প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে কারিতাসে কর্মরত থেকে ১৫ বছর যাবৎ আর্চবিশপ মাইকেলের সান্নিধ্যে থেকে ঢাকাসহ বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার বিরল সুযোগ পেয়েছি। আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও বাংলাদেশ মণ্ডলীর নেতৃত্বদানের একজন নক্ষত্রতুল্য ব্যক্তি। কত সহজে ওনার নিকট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যেতে পারতাম। তার তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকানো দেখে বুঝতে পারতাম, যে বিষয় নিয়ে কথা বলতে এসেছি তার কেমন সমাধান পাবো। সকল বিষয়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিতে তার বিকল্প কেউ ছিলেন না এবং প্রতিবার মনে হয়েছে সেটিই সবচেয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত। মাঝে মাঝে তিনি ঠাট্টা ও রসিকতা করে সকলকে আপন করে নিতে পারতেন। এক হাতে তিনি বিচিত্র বিষয় নিয়ে সম্পৃক্ত হয়েছেন এবং ব্যাপক অবদান রেখেছেন। তিনি কাকে ব্যবহার করে অথবা দায়িত্ব দিয়ে কী কী অর্জন করবেন খুবই সফলভাবে সে কাজটি করতেন। আর্চবিশপ মাইকেল যেমন বড় মাপের মানুষ ছিলেন তেমনি বড় মনেরও মানুষ ছিলেন। কিশোর বয়সে ওনাকে যেমন প্রার্থনা করতে ও বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণ করতে দেখেছি আর্চবিশপ হিসেবেও তার প্রার্থনার জীবন খুবই গভীর ভাবে রেখাপাত করেছে। বাংলাদেশ মণ্ডলীতে আর্চবিশপের নেতৃত্ব ও সেবাদান আমার মত যারা কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছে তারা কখনো তা ভুলবে না। পরমকরুণাময় তাঁর এই সেবককে যেন চিরবিশ্রাম ও স্বর্গে অন্তত জীবনদান করেন॥

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এক অপূর্ব ব্যক্তি আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও

জেন কুমকুম ডীঃ ক্রুজ

জন্মের পর থেকেই যে দু'জন মহান ব্যক্তিদের কথা শুনে বড় হয়েছি তারা হলেন শুলপুর ধর্মপল্লীতে জন্ম নেয়া দুই মহান ব্যক্তি। একজন আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও ও অপরজন বিশপ যোয়াকীম রোজারিও। ছোটবেলা থেকে দিদিমা (আর্চবিশপের কাকিমা) ও ঠাকুমা এবং বাবা-মায়ের মুখে তাদের ত্যাগী জীবন ও জ্ঞান-গুণের কথা শুনে শুনেই বেড়ে উঠেছিলাম। অতি প্রথম আর্চবিশপ মাইকেলের সাথে আমার পরিচয় হয় সাত বছর বয়সে। তিনি শুলপুর ধর্মপল্লীতে পালকীয় কাজে গেলে আমার মাকে ডেকে একটি ছবি উপহার দেন। ছবিটি ছিল বেথলেহেমের প্রান্তরে যিশু-মারীয়া-যোসেফের ছবি। যিশু যেন ঠিক আমারি বয়সী এবং মায়ের হাত ধরে তিনি হেঁটে যাচ্ছেন। মা সেই ছবিটি পেয়ে বাঁধিয়ে তার ঘরের দেয়ালে রেখেছিলেন মায়ের মৃত্যু অবধি।

দিদিমার মুখে শুনেছি তার পরিবারের কিছু কথা। আর্চবিশপদের ছিল একান্নবর্তী পরিবার। কাকা-জেঠা, পিসি-পিসা; সকলে একত্রে বসবাস করতেন। কিন্তু তার বাবা উর্বাণ রোজারিওর মতো সৎ মানুষ নাকি এলাকায় তখন কেউ ছিল

না। তার নিজেরও ছিল বিরাট এক পরিবার। সংসার স্বচ্ছল রাখতে আর্চবিশপের বাবা মূলত কৃষিকাজই করতেন। গির্জার পাশে তাদের বাড়ি হওয়াতে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে মীসার সমস্ত কাজ তৎকালীন ফাদারের সাথে সম্পন্ন করতেন। তারপর মীসা শেষে পুরো কবরস্থান ঘুরে ঘুরে প্রতিটি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে জপমালা প্রার্থনা করতেন। তাঁকে আমরা চোখে দেখিনি। কিন্তু বিশপ যোয়াকীমের বাবাকে দেখেছি সন্ধ্যা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিটি কবরবাসী আত্মার জন্য মগ্ন হয়ে প্রার্থনা করতেন। আর্চবিশপের মুখে শুনেছি তাঁর বাবা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান হয়েও পরিবারের সব সন্তানকে পড়ালেখার জন্য প্রচণ্ড উৎসাহ দিতেন। তাঁর বাবার নিয়মের বেড়াজাল থেকে বিশপসহ তার আরো সাত ভাইবোন কখনো বেরোনোর চিন্তাটুকু মাথায় আনতে পারতেন না। বাবাও নাকি তাঁর মতোই সবকিছু করার আগে বা কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগে তিনবার ভাবতেন।

পড়ালেখার ব্যাপারে তাদের কোন ছাড় দিতেন না। তিনি শুলপুর প্রাইমারী থেকে বান্দুরা বোর্ডিং এ যান। চার ভাইকেই পরপর তার বাবা বোর্ডিং এ রেখে পড়ান। আর্চবিশপ বলেন- শুধু পড়াশুনা নয় সেবা ধর্মের দিকেও আমরা সমান মনোযোগী হই। বান্দুরা গেলে পরে আমার চোখের সামনে যেনো এক বিরাট যবনিকা উন্মোচন হয়। মায়ের কোল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসা যে কতটা কষ্টের তা মর্মে মর্মে টের পাই। আর্চবিশপ আরো বলেন, ছুটিতে গেলে কয়েকবার মাকে বলেছিলাম বাবাকে বোঝাতে যে, বোর্ডিং - এ আমার ভাল লাগে না। কিন্তু মা আঁচলে চোখ মুছে উত্তর দিয়েছিলেন, আমি জানি তিনি যা করেন সবার মঙ্গলের জন্যই। তুমি আজ বুঝবে না কিন্তু একদিন ঠিকই বুঝবে - তার সিদ্ধান্তই ঠিক ছিল। আমার বড়ভাইও আমার সাথে বোর্ডিং এ ছিল। সে একবার ছুটিতে বাড়ী এসে পড়ে। ঠাকুমা তাকে বলেছিলেন - যাওতো ভাই, আস্তে আস্তে উঠে আমটি পেড়ে আনো। ভাই অনেকবার গাছে উঠলেও সেদিন ঐ উচুঁ ডাল থেকে পড়ে সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করেন। আমার মা তখন ঢেঁকিতে ধান ভানছিলেন। ভাই গাছ থেকে পড়ার সময় মা মা করে ডেকেছিল। মায়ের কানে সে ডাক যেতেই তিনি ঢেঁকি ছেড়ে বাইরে দৌড়ে গাছতলায় যান। একমাত্র মা ছাড়া সেই ডাক আর কারো কানে পৌছেনি। সেই বিয়োগ ব্যথার কথা আমার শাশুড়ীমার (আর্চবিশপের ছোট বোন) কাছে অনেক শুনেছি।

বোর্ডিং এর খাবার-দাবারের কথা জিজ্ঞেস করলে আর্চবিশপ মাইকেল উত্তর দিয়েছিলেন - ভাত তো আলোতে বসে খেতাম না। খেতাম অন্ধকারে বসে। আমি জানতে চাইলাম - কেন? তিনি উত্তরে বললেন - ভাত ভর্তি থাকতো ছোট ছোট পোকা আর কাঁকর। শুধু গিলতাম। তিনি একথাও বললেন যে, মায়েরা সর্বদা ধানসিদ্ধ, ধান শুকানো আর ধান ভানতেন। যখন তাদের পিঠ ঘেমে গিয়ে চুলকাতো তারা ঢেঁকির পাশে টিনের বেড়ায় পিঠ ঘষতেন। আর্চবিশপ বলেন- আমরা ছুটিতে গিয়ে তার ঢেঁকিতে উঠে মাকে একটু স্বস্থি দিতাম। তিনি জমি নিড়ানো থেকে গরু চড়ানো পর্যন্ত সব কাজই সুন্দরভাবে করতে পারতেন। কিন্তু গির্জায় প্রতিদিন যাওয়া ও মালার প্রার্থনা ছিল সবকিছুর উর্ধ্বে। তাছাড়া তিনি ছোটবেলা থেকেই যে, তীক্ষ্মবুদ্ধির আধার ছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। তিনি বিরল প্রতিভার অধিকারীও ছিলেন। শুধু শুলপুর নয় সমগ্র খ্রিস্টান সমাজ জানে তিনি 'অংকের জাহাজ' নামে খ্যাত। সব অংকের সমাধান দিতে মুখে মুখে করে দিতেন।

প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেলের সাথে লেখিকা জেন কুমকুম, শান্তা মারীয়া ও ফাদার প্রশান্ত

আমার বিয়ের পর আমাকে অনেক বছর গ্রামে থাকতে হয়েছে। এসময় ভাবছিলাম মহিলাদের জন্য কিছু করা যায় কিনা। স্থানীয় সিস্টারদের অধীনে কারিতাসের দেয়া প্রায় দশটি সিঙ্গার মেশিন ছিল। কারণ কেউ সেগুলো যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারেনি বিধায় এমনি এমনি পড়ে ছিল। আমি তাঁর অনুমতি পেয়ে তা নিয়ে এসে মহিলাদের জন্য কিছু সেলাই প্রশিক্ষণ দেই। ঐদিন সিস্টারদের সাথে আমার সামনে কিছু কথা হয় আর্চবিশপের। তখন প্রধান সিস্টার ছিলেন সিস্টার মেরী সুপ্রিয়া। তিনি খুবই নরম স্বভাবের। তিনি আর্চবিশপকে বললেন, প্রভু আমাদের এদিকে নির্জন থাকাতে ডাকাতির ঘটনাও ঘটছে। আপনি যদি দয়া করে আমাদের খোলা বারান্দাগুলোতে গ্রিলের ব্যবস্থা করতেন। আর্চবিশপ এদিক সেদিক পর্যবেক্ষণ করে উত্তর দিলেন- ভয় পেলে আপনি অন্য মিশনে চলে যেতে পারেন। কিন্তু গ্রিল দেবার সার্মথ্য এই মুহূর্তে আমার নেই। তারপর সিস্টার ভয়ে ভয়ে বললেন - লাকড়ীর অভাব থাকাতে একটি পুরোনো আমগাছ কাটতে হয়েছে প্রভু। আর্চবিশপ সাথে সাথে বললেন- কেটেছেন, ঠিক আছে। কিন্তু কাটার আগে কয়টি গাছ লাগিয়েছেন, বলুন? সিস্টার মাটির দিকে নিশ্চুপ তাকিয়ে রইলেন। আর্চবিশপের মতো এতো বাস্তবপ্রিয় মানুষ আমার চোখে এখনো পরেনি।

তারপর অষ্টাশি'র থই থই বন্যায় আর্চবিশপ শুধু একটি গেঞ্জি এবং খাকী রঙের হাফ প্যান্ট পরে নৌকায় চড়ে গ্রাম পরিদর্শনে বের হবেন- এমন সময় তার এক বোন তাঁকে বললেন - ভাই একটু বিশ্রাম নাও বোনের বাড়িতে; তারপর বের হও। সেদিনও আমি পাশে ছিলাম। তিনি উত্তর দিলেন - বাইবেলের কথা কি ভুলে গেছো? কে আমার বোন, কে আমার ভাই? যাদের দেখতে যাচ্ছি তারা সবাই আমার মা, আমার ভাই-বোন। যতবার তাঁর সাথে দেখা করতে গেছি তখনই শুনেছি তিনি গুনগুন করে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গাইতে নীচে পার্লারে আসতেন। আমি বলতাম - আপনার মুখে খুব ভাল লাগে 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলোরে।' তিনি শুধু মৃদু হাসতেন।

তিনি আমার বাবারও বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। বাবা বলতেন-গরম গরম মুড়ি, পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ আর সরষের তেল সহযোগে ঝাল মুড়ি খেতে খুব পছন্দ করতেন তিনি। একবার গ্রামের সেনাসংঘের দুই মহিলা যাদের বয়স একজনের পচাঁত্তর আর অন্যজনের পয়ষট্টি হঠাৎ রবিবারে ১ম মীসা শেষে আমাদের বাড়িতে হন্ত-দন্ত হয়ে এসে মেঝেতে বসে পড়লো। আমি জানতে চাইলাম - কি হয়েছে তোমাদের? একেবারে মাথায় হাত দিয়ে মেঝেতে বসে পড়লে!

তারা আরো কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো- সর্বনাশ হয়ে গেছে রে বোন। তারপর বলে চললো - আমরা দু'জন কয়েকদিন আগে ঢাকা গিয়ে আমাদের সই করা ও লেখাসহ আমাদের ফাদারের নামে একটি চিঠি আর্চবিশপকে দিয়ে এসেছি। কিন্তু আজ আমাদের ফাদার গির্জার উপদেশে বললেন যে - আর্চবিশপ সরাসরি সেই চিঠিটি ফাদারকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি জানতে চাইলাম কি লিখেছিলে তাতে? তারা বললো - লিখেছিলাম আমাদের ফাদার বাড়ী বাড়ী একটু বেশি ঘুরাঘুরি করেন। এটা তার জন্য ভাল না। আজ ফাদার গির্জায় দুঃখে-বেদনায় কাতর হয়ে উপদেশে সেসবই বললেন। আমরা তো শুনে হতবাক। তারপর তারা বললো - আর্চবিশপ এতো জ্ঞানী মানুষ হয়ে কথাগুলো গোপন রাখতে পারলেন না। আমি শুনে হাসবো না কাঁদবো! আমি তাদের বললাম - এজন্যই সবাই আর্চবিশপকে স্পষ্টবাদী বলে জানে। তাঁর সারগর্ভ উপদেশ যারা একবার শুনেছে তারা বার বারই তা শোনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তার উপমা শুধু তিনিই।

আজ সুযোগ পেয়ে তাঁর জীবনের ঘটে যাওয়া কিছু অতি সাধারণ ঘটনা-প্রবাহ লিখলাম। কারণ মানুষের জীবনের চালচিত্র খুঁটিয়ে তা লেখার আকারে তুলে ধরা আমার একটি প্রিয় নেশা। অবশেষে বলতে চাই - আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও তাঁর কর্মের দ্বারা শত সহস্র বছর

আত্ম-সমালোচনাই আত্মশুদ্ধির উপায়

যাকোব বেনেডিক্ট তুষার বিশ্বাস

আত্ম-সমালোচনা কি? এখানে আত্ম বলতে বোঝায় নিজেকে অর্থাৎ আমি নিজে আর সমালোচনা বলতে বোঝায় দোষ-গুণ, ভালো-মন্দ, ইত্যাদি খুঁজে বের করা। সুতরাং আত্ম-সমালোচনা অর্থ নিজের বিষয়ে নিজে অনুধাবন করা, উপলব্ধি করা, নিজের দোষ-গুণ, ভালো-মন্দ ইত্যাদি খুঁজে বের করা। জীবনে চলার পথে অনেক মানুষ আমাদের বিষয়ে অনেক কথা বলে যা ভালো বা খারাপ দুই রকমেরই হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা কি একবারও ভেবে দেখেছি, তারা কেন বলে থাকে? না, ভেবে দেখিনি বা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভেবে দেখার চেষ্টাও করিনি। আসলে ঐ মানুষগুলো যারা আমাদের বিষয়ে নানান কথা বলে, যারা আমাদের সমালোচনা করে থাকে, তারা খেয়াল রাখে আমি কখন কি করি, কোথায় যাই, কাদের সাথে চলাফেরা করি, ইত্যাদি। কিন্তু তারা যে সমালোচনাগুলো আমাদের নিয়ে করে তা একদিক দিয়ে আমাদের জন্য ভালো। এই অর্থে ভালো যে, তাদের এই সমালোচনা আমাদের আত্ম-মূল্যায়ন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আর মজার বিষয় হলো এইটা তারা করে নিজেদের অজান্তেই। আমাদের প্রতি তাদের এই সমালোচনা যদি আমরা নিজের জীবনে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখি বা গ্রহণ করি তাহলেই আমরা আত্ম-মূল্যায়নে সার্থক হতে পারবো। কিন্তু যদি আমরা এটিকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখি এবং রাগ করি বা জেদ করি তাহলে আমাদের জীবনে পরিবর্তন অসম্ভব।

আমরা যদি কারো সমালোচনা করার আগে নিজের বিষয়ে চিন্তা করি তাহলে আমরা অন্যের সমালোচনা করতে পারবো না। আমরা অপরের কাজের যে নিন্দাবাদ করি তা প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজেদেরই নিন্দা। আমাদের জীবনে নিজেকে জানা হলো সবচেয়ে বড় একটা বিষয়। সক্রেটিস বলেছেন, "নিজেকে জানো"। নিজেকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করা হচ্ছে মানসিক সত্তার সবচেয়ে বড় দিক। মনের মধ্যে এমন কোনো কাজকে কখনো প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না যার জন্য নিজেকে দোষী বলে মনে হয়। অনেক সময় আমরা নিজেদেরকে উচ্চ পর্যায়ে দেখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি আর বাকি সবাইকে তুচ্ছ বলেই মনে করি। অন্যের উপদেশ আমাদের কাছে অসহ্য এবং অগ্রাহ্য হয়ে পড়ে। আর কেউ যদি আমাদের সমালোচনা করে তাহলে আমরা বিরক্তি বোধ করি বা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি যা কিনা মানব সমাজের একটা মারাত্মক ব্যাধিসরূপ। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ নিজের এবং অন্যের ভালো-মন্দ দিক বিবেচনা করে দেখা।

একবার নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করা, আমি কি তাদের চাইতে ভালো কিছু করেছি? চিন্তা করি আমি কি আমার নিজেকে পুরোপুরি ভাবে চিনি? তাই আসুন, আমরা আমাদের নিজেদের মধ্যেকার আমিত্বটাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি যা আমার পরবর্তী জীবন চলার পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে॥

আধ্যাত্মিক গুণের আধার সাধু যোসেফ

(৬ পৃষ্ঠার পর)

পিতা হিসেবে তিনি যিশুকে সবসময় রক্ষা করেছেন। পিতার যত্নে, শিক্ষা ও ভালবাসায় যিশু জ্ঞানে, বয়সে ও বুদ্ধিতে বেড়ে ওঠেন। পেশায় ছিলেন তিনি একজন সাধারণ মিস্ত্রী। বার বার স্থান পরিবর্তনে যে তার পেশার অনেক ক্ষতি হয়েছে তা আমরা স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারি। কিন্তু তার দায়িত্ব পালনে তিনি ব্যর্থ হননি। হতাশ হননি, সাধারণ মিস্ত্রী হিসাবে যে আয় হত তা দিয়েই তিনি তার পরিবারের ভরণ-পোষণ করেছেন। যিশুতে জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রজ্ঞায় মানুষ করে তুলেছেন। যিশুকে প্রস্তুত করেছেন মানব মুক্তির জন্য। বিশ্ব সৃষ্টির পরিত্রাণের জন্য। আর্থিকভাবে খুব সচ্ছল না হলেও, তাদের মধ্যে ক্ষমা ভালবাসা আধ্যাত্মিকতার কোন কমতি ছিল না। আদর্শ পালক পিতা হিসেবে যোসেফ যিশুকে হাতের কাজ শিখিয়েছিলেন। তিনি যিশুকে প্রার্থনা করতে ও ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের শিক্ষাও দান করেন। একাধারে তিনি ছিলেন পরিবারের পিতা, কর্তা ও শিক্ষক ।

সর্বোপরি সাধু যোসেফকে বলা হয় বিশ্বমণ্ডলীর প্রতিপালক কারণ তিনি হলেন সকল গুণের আধার ও অনুপ্রেরণা। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের মনোনীত মানবমুক্তির কাজে সহায়ক ও ঈশ্বরের বিনম্র সেবক। তিনি মুক্তিদাতা যিশুর পালক পিতা, মারীয়ার স্বামী শ্রমিকদের প্রতিপালক এবং সকলের আধ্যাত্মিক পিতা হিসেবে আদর্শ রেখেছেন। আমরা তার জীবনের গুণাবলী আমাদের প্রত্যেকের জীবনের জন্য প্রেরণা হিসেবে নিতে পারি। তাই চেষ্টা করি আজকে আমরা একটু ধ্যান করি সাধু যোসেফের ন্যায় ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমরা কি সর্বোচ্চ ত্যাগস্বীকার করতে প্রস্তুত আছি? আসুন কি ভাবে আমাদের জীবনকে সাধু যোসেফের আদর্শে গড়ে তুলতে বিশেষভাবে যত্নবান হতে পারি। তবেই সাধু যোসেফের পর্বদিন আমাদের প্রত্যেকের অনেক আশীর্বাদ ও কল্যাণ বয়ে আনবে॥

চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন

মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য। মানবতার সেবায় এগিয়ে আসুন। গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত বাগদী গ্রামের মেয়ে পিংকি হাওলাদার বয়স ২১ বছর, একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে। দুরারোগ্য ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে যাওয়া আসা করতে করতে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। অর্থের অভাবে চিকিৎসা করতে না পারা একজন বাবার চোখের জল বিসর্জন দেওয়া ছাড়া আর কিই বাই করতে পারে। মরণব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত পিংকি হাওলাদারের চিকিৎসার ব্যয় বহন করতে গিয়ে তার পরিবার এখন অপারগ। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পিংকি হাওলাদারের চিকিৎসার জন্য সমাজের বিত্তবানদের নিকট মানবিক সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি।

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা

আরতী রোজারিও
Global Islami Bank, Nagari
একাউন্ট নম্বর: ০২১৩১০০০৫০৫৬৬
বিকাশ নম্বর: ০১৭২৪৪৫৬০০২

পাল-পুরোহিত
ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ
নাগরী ধর্মপল্লী

ফিরে আসা

পিয়াল লরেন্স গমেজ

বাবা-মার একমাত্র মেয়ে পিংকী। পিংকী তার মা বাবাকে ভীষণ ভালবাসে। পিংকী সবসময় মাকে ঘরের কাজে সাহায্য করে। পিংকীর মা তার মেয়ের কাজ দেখে ভীষণ খুশি হয়। পিংকীর বাবা অফিসের কাজ শেষ করে ঘরে ফিরলে পিংকীর মা তার মেয়ের কাজের কথাগুলো পিংকীর বাবাকে বলে খুশি হন, এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান। একদিন খাবার টেবিলে পিংকীর মা হঠাৎ করে পিংকীকে জিজ্ঞেস করলেন,"আচ্ছা পিংকী তুমি বড় হয়ে কী হতে চাও?" এই প্রশ্নে পিংকী একটু বিষম খেলো। তার কারণ হলো এই কঠিন প্রশ্নের জন্য পিংকী একদমই প্রস্তুত ছিল না। তাই পিংকী মুখে যা এল তাই বলে দিল, "আমি বড় হয়ে তোমার মত হব।" পিংকীর মুখে এই কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে একে অপরের দিকে তাকিয়ে দুজনেই হেসে দিল। পিংকী বুঝতে পারছিল না তারা এমন করে কেন হাসছে আর হাসারই বা কী আছে। যেহেতু পিংকীর বয়স এখন ৯ বছর সেই সূত্রে পিংকী এত কিছু বোঝে না। পিংকী এই হাসি-আনন্দে বাবা-মার আদরের মধ্য দিয়ে বড় হচ্ছিল এবং মা-বাবার সঙ্গে সুখের জীবনটা কাটাচ্ছিল। কিন্তু সেই সুখের জীবন বেশীদিন রইল না। একদিন পিংকীর বাবা তাদেরকে বেড়াতে নিয়ে গেল কুয়াকাটায়। কুয়াকাটায় এক সপ্তাহ থাকল এবং নানা দর্শনীয় স্থান দেখলো। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে ছিল বৌদ্ধমন্দির, রাখাইন পল্লী এবং সর্বশেষ ছিল সূর্যাস্ত। সূর্যাস্ত দেখেই পিংকীর পরিবার বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলো। পিংকীর মা এবং বাবা কথা বলার সময় পিংকীর বাবার নজর পিছনে তার মেয়ের দিকে চলে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের প্রাইভেটকার গাড়িটির সাথে একটি মাইক্রোবাসের সংঘর্ষ হল। সেখানে পিংকীর মা সিটবেল্ট না লাগিয়ে বসেছিলেন এবং পিংকীর বাবা সিটবেল্ট না লাগিয়ে ড্রাইভিং করছিলেন যার ফলে তারা দুজন নিজেদেরকে সামলাতে পারেননি, ফলে তারা তাদের গাড়ির শক্ত কাভার্ডের সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে আঘাত পায়। এর ফলে মাথা থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। তারা জ্ঞান হারা হয়ে সেই মুহূর্তেই মারা গেলেন। অন্যদিকে পিংকী পিছনের সিটে বসেছিল বলে একটুর জন্য বেঁচে গেল, তবে মাথায় কিছুটা আঘাত পাওয়ার ফলে পিংকী অজ্ঞান হয়ে গেল। সেই দুর্ঘটনা স্থানে যারা উপস্থিত ছিল তারা তাড়াতাড়ি করে ছুটে এলো পিংকীদের দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া গাড়ির কাছে। সেই দুর্ঘটনার স্থানে প্রচুর ভিড় জমে গেল। সেই সময় একজন লোক হাসপাতালে ফোন করে দুর্ঘটনার বিষয়ে জানালো, তখন হাসপাতালের দুইজন কর্মী এম্বুলেন্স নিয়ে দুর্ঘটনা স্থানে পৌঁছাল। পিংকীর মা-বাবা এবং পিংকীকে এম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। হাসপাতালের একজন নার্স পিংকীর বাবার পকেট থেকে মানিব্যাগ খুঁজে পেল। সেই মানিব্যাগের ভিতরে পিংকীদের দাদুর বাড়ির ঠিকানা ছিল । সেই ঠিকানা থেকে বাড়িতে ফোন করে পিংকীর দাদুকে জানিয়ে দিল তারা মারাত্মকভাবে এক্সিডেন্ট করেছে, এবং কোন হাসপাতালে আছে তা বলে ফোন কেটে দিল। এই খবর শুনে পিংকীর দাদু চমকে উঠলেন, তা দেখে পিংকীর দিদিমা জিজ্ঞেস করলেন, কী হল? তোমাকে এখন এরকম দেখাচ্ছে কেন? পিংকীর দাদু সব কথা তাকে খুলে বললেন। তা শুনে পিংকীর দিদিমা কাঁদতে শুরু করলেন। আর দেরি না করে দুইজন চলে গেলেন হাসপাতালে তাদের মেয়ে, মেয়ের জামাই এবং নাতনীকে দেখতে। সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন, তাদের মেয়ে এবং মেয়ে-জামাই দু'জনই মারা গিয়েছেন। কারণ ডাক্তার আগেই তাদের মৃত ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। এরপর পিংকীর দাদু-দিদিমা মৃত মেয়ে এবং মেয়ের জামাইয়ের সামনে কাঁদতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, "কেন তোরা আমাদেরকে একা রেখে চলে গেলি, আমরা কী দোষ করেছিলাম যে ভগবান আমাদের এমন শাস্তি দিলেন।" এ বলে কাঁদতে লাগলেন। তখন নার্স এসে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে,"পিংকী আপনাদের কে হয়?" তখন তারা বললেন "আমাদের নাতনী হয়।" পিংকীর দিদিমা নার্সকে জিজ্ঞেস করলেন,"পিংকী কোথায়?" নার্স উত্তর দিলেন,"পিংকী ঠিক আছে।" তার তেমন কিছুই হয়নি, তবে মাথায় একটু আঘাত পেয়েছে। আপনার নাতনীকে নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না। নার্সের একথা শুনে তারা একটু শান্ত হলেন। তবে তাদের নাতনীকে দেখার জন্য তাদের মন আর সায় দিচ্ছিল না। কারণ পিংকী তাদের বড়ই আদরের নাতনী। পিংকীর যখন জ্ঞান ফিরে এলো, তখন তার আশে-পাশে তার মা বাবাকে দেখতে পেল না, দেখতে পেল তার দাদু ও দিদিমাকে, তার পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। পিংকী তার দাদুকে জিজ্ঞেস করল, "মা-বাবা কোথায়?" আমাকে আমার মা-বাবার কাছে নিয়ে চল সেই মুহূর্তে তার দাদু কি বলবেন সে কোনো ভাষাই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এরপর চিন্তা করলেন মিথ্যে বলবেন, কিন্তু মিথ্যা কখনো চাপা থাকে না, একদিন তা প্রকাশ হবেই। সেই কথা চিন্তা করে বলতে না চেয়েও বলে ফেললেন যে, তোমার মা-বাবা আমাদেরকে ছেড়ে আজীবনের জন্য পরপারে চলে গেছেন। দাদুর মুখ থেকে একথা শুনে পিংকী কাঁদতে শুরু করল। তখন দাদু-দিদিমা তাকে বুঝিয়ে কান্না থামালেন এবং মাথায় হাত বুলিয়ে গান গেয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। পুরো একসপ্তাহ সময় লাগল পিংকীর সুস্থ হয়ে উঠতে। সুস্থ হওয়ার পর হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ পিংকীকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিল। পিংকীর দাদু দিদিমা পিংকীকে নিয়ে বাড়িতে চলে গেলেন। পিংকী দাদুর বাড়িতে থেকে কষ্টে দিনগুলো কাটাতে লাগল কারণ তার মা-বাবা তাকে এই পৃথিবীতে একা রেখে পরপারে চলে গিয়েছেন, সেই কষ্টটাকে বুকে নিয়ে সারাদিন, সারাক্ষণ কাঁদত। ঠিকমতো খাবার খেতে চাইতো না, এমকি ঔষুধও খেতে চাইতো না, এসব দেখে দিদিমা মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে খাইয়ে দিতেন। একসময় পিংকী মা-বাবার স্মৃতি ভুলতে চেষ্টা করতে লাগল এবং দাদু দিদিমার সাথে নতুন করে জীবন যাপন শুরু করতে লাগল। দেখতে দেখতে পিংকী বড় হয়ে গেল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স শেষ করে ব্যাংকে চাকরি করতে লাগল। কিছুদিন যাবৎ পিংকীর শরীরের অবস্থা ঠিক যাচ্ছিলনা। কখনো কখনো মাথাব্যথা বাড়ে আবার মাথা ব্যথা কমেও যায়, এভাবেই নানা রকম সমস্যায় ভুগতে লাগল, কিন্তু একথাগুলো তার দাদু- দিদিমাকে না জানিয়ে স্বাভাবিকভাবে চলতে লাগল। যেন তার কিছুই হয়নি, কারণ পিংকি চায় না তাদেরকে একটুও কষ্ট দিতে। একদিন রান্নাঘরে পিংকী তার দিদিমার সাথে কাজ করছিলন। হঠাৎ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু

করলো তাই পিংকীর দিদিমা পিংকীকে রান্না ঘরে রেখে সে গেল বাইরে কাপড়-চোপড় আনতে। ঠিক সেই সময় রান্নাঘর থেকে অনেক জোরে শব্দ হলো। সেই শব্দ শুনে পিংকীর দিদিমা এবং দাদু ছুটে গেলেন রান্নাঘরে। সেখানে গিয়ে দেখলেন তাদের আদরের নাতনি পিংকী অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে। তখন পিংকীর দাদু-দিদিমা পিংকীকে ধরে বিছানায় শুয়ে দিলেন। পিংকীর দাদু পানি এনে চোখে মুখে ছিটালেন কিন্তু পিংকী চোখ তুলে তাকাল না। এ বিষয় নিয়ে পিংকীর দাদু দিদিমা চিন্তায় পড়ে গেলেন। কি হলো হঠাৎ এর মধ্যে তাই, পিংকীর দাদু-দীদা পিংকীকে তাড়াতাড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। তখন ডাক্তার বিজয় পিংকীর মাথা এক্সরে করে দেখলেন তার মাথায় ব্রেইন টিউমার ধরা পড়েছে। এ বিষয়টি পিংকীর দাদু দিদিমাকে জানানো হলো। আর বলে গেলেন আপনারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন আপনাদের নাতনী পিংকী এই মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে উঠতে পারে। এই বিষয়টি জানিয়ে ডাক্তার বিজয় চলে গেলেন অপারেশন থিয়েটারে। অন্যদিকে পিংকীর দাদু দিদিমা ঈশ্বরের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলেন যেন তাদের আদরের নাতনী সুস্থ হয়ে আবার তাদের কাছে ফিরে আসতে পারে। পিংকীর দাদু দিদিমা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং আরেকদিকে পিংকীর অপারেশন চলতে থাকল। আর এভাবে তিন ঘন্টা পর ডাক্তার বিজয় অপারেশন রুম থেকে বেড়িয়ে এলেন আর সুখবরটি শোনালেন, "অপারেশন সাকসেসফুল।" তারপর ডাক্তার বিজয় পিংকীর দাদু ও দিদিমাকে বললেন, আপনাদের প্রার্থনা ঈশ্বর শুনেছেন। ডাক্তার বিজয়ের মুখে সুখবর শুনে অনেক খুশি হলেন এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন। এরপর পিংকীর দিদিমা ডাক্তার বিজয়কে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন। ডাক্তার বিজয় যেহেতু কম বয়সী ছিলেন তাই, পিংকীর দিদিমা ডাক্তার বিজয়কে প্রস্তাব দিলেন, তার নাতনীকে বিয়ে করার জন্য। পিংকী রূপে গুণে অপূর্ব সুন্দরী ছিল। ডাক্তার বিজয় পিংকীকে যখন দেখেছিলেন তার ভাল লেগেছিল, তবে তা তাদের বলেননি কারণ তারা যদি বিষয়টি পছন্দ না করেন। এই চিন্তা করে তিনি আর কিছু না বলে চুপ করে তার কর্তব্য করে যাচ্ছিল। যেহেতু পিংকীর দাদু দিদিমা তাকে প্রস্তাব দিয়েছেন তাই তিনি এই প্রস্তাবটি না করলেন না বরং খুশি মনে গ্রহণ করলেন। তারপর পিংকীর দিদিমা বিজয়ের বাড়ির ঠিকানা ও ফোন নম্বর নিলেন। তারপর ডাক্তার বিজয়ের সাথে পিংকীর পরিচয় করিয়ে দিলেন পিংকীর দিদিমা। পরিচয়ের পর পিংকী এবং তার দিদিমা হাসপাতাল থেকে চলে গেলেন। পিংকীর দাদু ও দিদিমা বাড়িতে গিয়ে পিংকীর সম্মতি নিলেন, তারপর বিজয়ের মা বাবার সাথে কথা বলে ভালো দিন তারিখ ঠিক করে পিংকীর সাথে বিজয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন। বিয়ের পর পিংকী এবং বিজয় সুখের দাম্পত্য জীবন কাটাতে লাগলো॥

ভিটা বাড়ী বিক্রয়

হাসনাবাদ গির্জার পাশ্ববর্তী-
হাসনাবাদ ক্লাব ঘরের রাস্তার বিপরীতে-
পরিমাণ : ২৫ শতাংশ
মূল্য : আলোচ্যসাপেক্ষে।
মোবাইল : ০১৭৩৫৪৩৫১৪৪

বিজ্ঞ/৭০/২২

৪র্থ মৃত্যু বার্ষিকী

প্রয়াত সন্ধ্যা মনিকা পালমা
জন্ম : ২৪ জুন, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১১ মার্চ, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া পশ্চিমপাড়া রাঙ্গামাটিয়া মিশন কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

"কে বলে আজ তুমি নাই, তুমি আছ মন বলে তাই--
প্রার্থনা করি হে প্রভু, মাকে দিও
তোমার পাশে স্থান।

মা,

দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল তোমার চির বিদায়ের ৪টি বছর।

সময় ও নদীর স্রোত যেমন কোনদিন আপন ঠিকানায় ফিরে আসেনা, ঠিক তেমনি তুমিও আমাদের মাঝে ফিরে আসবে না জানি। তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেলে স্বর্গধামে পরম পিতার কাছে। আমরা সর্বদা তোমার উপস্থিতি আমাদের মাঝে অনুভব করি। তুমি ছিলে বিনয়ী, নম্র, দয়ালু এবং প্রার্থনাশীল মানুষ। তোমার স্মৃতি তোমার আদর্শকে সামনে রেখে আমরাও যেন সব সময় চলতে পারি এমন আশীর্বাদ তুমি আমাদের দান কর। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমার আত্মার চির শান্তি দান করেন এবং তোমাকে তাঁর কাছে স্থান দান করেন।

পরিবারের পক্ষে-
স্বামী : আব্রহাম কস্তা

বিজ্ঞ/৭১/২২

নিয়মিত কলাম

সেদিনের গল্পকথা

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও

বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ

আমাদের বাংলাদেশের জনসংখ্যা অত্যধিক। ঘনত্বের অনুপাতে বিশ্বের সেরা। জনপ্রতি চাষযোগ্য জমির সংকোচন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তার উপর মোটা ধান বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে দেশের ধান উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ১ কোটি ৭০ লক্ষ টন। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে তা বেড়ে হয়েছে প্রায় ৫ কোটি টন। ধান, গম, ভূট্টা মিলে ২০২০ খ্রিস্টাব্দে খাদ্য শষ্যের উৎপাদন ছিল প্রায় ৫ কোটি টন। ২০১১ খ্রিস্টাব্দেই ধান উৎপাদনে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করেছে। বাংলাদেশের আলুর চাহিদা বছরে ৭০ লাখ টন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে তা বেড়ে ২ কোটি টনে পৌঁচেছে। মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে দেশ এখন বিশ্বে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। সব্জি, হাঁস-মুরগী ও ডিম ও মাছের উৎপাদনে দেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ।

ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি দেশে খাদ্যের অভাব। বন্যা, খড়া ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে, ধান উৎপাদনে কোন নিশ্চয়তা ছিল না। তখন আমি সকলের সাথে রেশন কার্ড নিয়ে ন্যায্য মূল্যে চাল, গম, চিনি আনতে যেতাম প্রতি সপ্তাহে। আউস ধান উৎপাদন বৃষ্টি ও বর্ষার জলের উপর নির্ভর করত। সেচ ও সারের কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হতো না। বন্যা ও খড়ার পরে দুর্ভিক্ষ লেগে থাকত। একবার ষাটের দিকে সরকার, একবেলা রুটি খেতে হুকুম জারি করে। সে সময় বিয়েশাদিতে পরোটা বা রুটি পরিবেশন করা হতো। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ শাসনের সময়ে, বাংলাদেশের খাদ্যের ঘাটতি ছিল ২০-৩০ লক্ষ টন। পাকিস্তানকে প্রশাসনে পূর্ব পাকিস্তানকে চরমভাবে অবহেলা করা হতো। খাবারের তেল ও যাতায়াতের জন্য তেল প্রায় সবটাই বিদেশ থেকে ক্রয় করা হতো। সারা পাকিস্তানের অর্থনীতি চালু রাখার জন্য। সবটাই ক্রয় করতে হতো, বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে। বৈদেশিক মুদ্রা আয় হতো বাংলার সোনালী আঁশ পাট রপ্তানী থেকে। সে আয়, সবটাই পশ্চিম পাকিস্তানে চালান দেয়া হত এবং পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নতির জন্য ব্যয় হতো। নতুন পাকিস্তানের রাজধানী বানানো হল শোষণের অর্থ দিয়ে। সে সময় ক্রমবর্ধমান খাদ্যশষ্যের ঘাটতি অঞ্চলে আমাদের দেশ উন্নত দেশগুলোর উপর নির্ভর ছিল। পাকিস্তান আমলে ২৪ বছরেও কোন কৃষি উন্নয়নের প্রকল্প হয় নাই। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে দেশে ৩৬ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি হয়েছিল। সে সময় খাদ্যশষ্য দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একটি মোক্ষম অস্ত্রে পরিণত হয়েছিল। সেখান থেকেই বিংশ শতাব্দির ঠাণ্ডা যুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল। অনুন্নত দেশসমূহ উন্নত দেশগুলোর উপর সব ব্যাপারে মাথা নত করে রাখতো। বিংশ শতাব্দির পঞ্চাশ দশকে তদানিন্তন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরী কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে "তলাবিহীন ঝুড়ি" বলে চিহ্নিত করেছিল। বাংলার কৃষকসমাজ উৎপাদনের অভূতপূর্ব সাফল্যে সে অপবাদ ঘুরিয়ে দিয়েছে। দেশের ৩টি কৃষিউন্নয়ন গবেষণা সংস্থা, ফিলিপাইনের আন্তর্জাতিক কৃষি সম্প্রসারণের গবেষণালব্ধ সব নির্দেশ, পানির সেচ ও পর্যাপ্ত সার প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন আমাদের দেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ, এমন কি খাদ্য উৎপাদনে উদ্বৃত্ত মোটা চাল অনেক দেশে রপ্তানি করছি।

বাংলাদেশের পরিশ্রমী কৃষকসমাজ একই জমিতে তিনটি ফসল ফলাতে পারছে। কৃষিখাতের অভাবনীয় সমৃদ্ধিতে দেশের বৈশ্বিক ভাবমূর্তি বদলে গেছে। খাদ্য সাহায্যের সরলচক্র থেকে, সবার জন্য খাদ্যের যোগান দিয়ে, জাতিকে উদ্ধার করেছে আমাদের কৃষক সমাজ। আমাদের দেশের কৃষক সমাজ যেনো এক মহান কৃষি বিপ্লব ঘটিয়েছে। সে বিপ্লব চলমান। খাদ্য সাহায্য আমাদের বৈদেশিক ঋণের বা অনুদানের ১ শতাংশের নিচে। চলমান কৃষিবিপ্লবের জন্য কৃষক সমাজকে অভিনন্দন।

সহায়কগ্রন্থ: অধ্যাপক নরুল ইসলামের বই "মেকিং অব অ্যা নেশন বাংলাদেশ।"

নিষিদ্ধ রৌপ্যমুদ্রা!

বিকাশ জে মারাণ্ডী

রাত্রি দ্বি-প্রহর
হঠাৎ নরক নেমে আসে গেৎসিমানিতে।
অন্ধকারার প্রাচীনতায় ঘর বাঁধে নরকের কীট,
মর্মান্তিক দুঃখে কাতর গেৎসিমানি।
শুনেছো কখনো, একটি প্রাণের মূল্য তিরিশটি রৌপ্যমুদ্রা!
দেখেছো কখনো, রৌপ্যমুদ্রায় সৃষ্ট বিশ্বাস ভাঙার নৃত্য!
নিষিদ্ধ নরকের কীট বিশ্বাসঘাতক, সময়ের আবর্তনে বার বার ফিরে আসে,
আর স্বার্থলোলুপতায় বিশ্বাসঘাতকতার চুম্বন-তিলক এঁকে দেয় পবিত্র মুখাবয়বে।
ভয় নেই তার, সে যে ঘাতকপ্রাণ, মুদ্রামগ্ন নরকের কীট।
অর্থলোলুপতা আর স্বার্থান্ধে অন্ধ আত্মা, মুদ্রা বিলাসে আক্রান্ত আত্মার অস্থিরতা,
আর কি লাগে! তাই তিরিশটি রৌপ্যমুদ্রায় তৃপ্ত নরপিশাচ।
মুদ্রার কাছে অর্থহীন বিশ্বাস, মূল্যহীন প্রাণ, সম্বলহীন অসহায় বিবেক, বুদ্ধি।
আহা! মুদ্রার কি মহিমা।
তবুও বিশ্বাসঘাতকের মাঝে বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে কিছু মানুষ,
প্রলোভন- প্রলোভন- প্রলোভন
আত্মা ইচ্ছুক বটে কিন্তু দুর্বল দেহ,
বার বার ঘুমের ঘোরে অবচেতন রক্ত মাংসের মানুষ।
জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে সিদ্ধান্তহীন আবহ, প্রার্থনায় মগ্ন ঈশ্বরপ্রাণ,
বাতাস ভারি হয়ে আসে, মর্ম যাতনায় ঘর্ম হতে রক্তের সূত্রপাত।
মৃত্যুর পানপাত্র হাতে নিয়ে- মনুষ্যপুত্রের বিনীত প্রার্থনা
"হে পিতঃ তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক"॥

ধিক! আমি

শিমিয়ন রংখেং সিএসসি

সেদিন ছিল প্রায়শ্চিত্তকাল! তপস্যার মাস, সাধনা কিংবা আত্মত্যাগের গুরুত্বপূর্ণ সময়। প্রার্থনা, উপবাস ও ত্যাগস্বীকারের বিশেষ সময় এই প্রায়শ্চিতকাল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন-বরণ অনুষ্ঠান শেষে আমি ও আমার বন্ধু দু'জনে মিলে পোলাও-মাংসের খাবার প্যাকেট ও পানির বোতল হাতে করে ক্লাস থেকে বের হচ্ছিলাম। দু'জনেই খুব ক্ষুধার্ত ছিলাম, ভাবছিলাম একটু পরেই খাব। কিন্তু আমাদের দু'জনের হাতে খাবার দেখে হঠাৎ রাস্তার এক ছোট্ট মেয়ে তার হাত বাড়িয়ে দিলো। মেয়েটিকে দেখে মনে হয়েছিল সে খুবই ক্ষুধার্ত। প্রথমে দু'জনই আমাদের হাতে থাকা খাবারের প্যাকেট দিতে দিধাগ্রস্ত ছিলাম। মেয়েটি তখনো তার হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি আমার লোভনীয় ও সুস্বাদু খাবারের প্যাকেট দিতে অস্বীকার করলাম কিন্তু আমার সাথে থাকা বন্ধুটি নির্দ্বিধায় তার খাবারের প্যাকেট ও পানির বোতল মেয়েটিকে দিয়ে দিল। আমি মেয়েটির চোখে তাকালাম আর দেখতে পেলাম, তার মধ্যে কিছু পাওয়ার পরম আনন্দ। আমি আমার বন্ধুর দিকে তাকালাম আর দেখতে পেলাম, কাউকে দেওয়ার মধ্যেও যে আনন্দ আছে, সেই আনন্দটা। তারপর আমি চারপাশে থাকা মানুষের দিকে তাকালাম, আর তারা সবাই আমাদের দিকে হয়তোবা কোন এক অজানা দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। তখন আমার নিজেকে খুবই ছোট মনে হল। ধিক! আমি, আমি কেন আমার বন্ধুর মতো করে এই মহৎ কাজটি করতে পারলামনা?

আমাদের কাথলিক খ্রিস্টানদের জন্য এই প্রায়শ্চিত্তকালটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সময়। তাই আসুন আমরা এই সময়ে একটু করে হলেও সবার মঙ্গলার্থে প্রার্থনা করি, সবার মঙ্গলার্থে উপবাস ও ত্যাগস্বীকার করি॥ ৯০

রোদেলা তেরেজা রোজারিও
৩য় শ্রেণি

যুদ্ধের সূচনা

দামিয়েন সুটিং

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ
বাঙালির বুকে জাগিয়েছিল আলোড়ন
লাঠি-সোটা নিয়ে নেমেছিল যুদ্ধে
রুখে দাঁড়িয়েছিল পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে।
২৫ মার্চে পাকিস্তানীরা আক্রমণ করে
কেড়ে নিয়েছিল শত নিরীহ বাঙালির জীবন,
২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা
বাঙালির রক্তে জাগিয়েছিল যুদ্ধের বাসনা।
নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে
লড়েছি মোরা পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে
১৬ ডিসেম্বর বিজয় লাভ করে
মোরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ।

'মানুষ' আমরা, মানুষ হই

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

'মানুষ' আমরা
জন্ম চিন্তায় সভ্য হই
মৃত্যু চিন্তায় দার্শনিক,
জন্ম-মৃত্যুর ভাবনা ভেবেই;
'মানুষ' হই মানুষ ঠিক!
মানুষ আমরা -
জন্ম-মৃত্যুর মধ্যিখানে;
মানবজীবন তাই,
এ জগতে স্বল্প সময়;
যাপন ক'রে যাই!

শান্তির ডঙ্কা বাজাও

মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া

শান্তির ডঙ্কা বাজাও, কে আছো বীর
থামাও যুদ্ধ, এসো অর্জুন-যুধিষ্ঠির
রাখো হাত কম্পিত ধরার পরে-
মুছাও, যে চোখে ভয়ের অশ্রু ঝরে।
অধিক শক্তিরূপে আল্লাহ ও ভগবান
সেই রূপে আছো ঈশ্বরও বলবান।
কথা কও এসে যুদ্ধের ময়দানে
তৌফিক করো দান সংঘাত নির্বাণে।
দাম্ভিকের প্রাণে শুনাও উচ্চবাণী
ঘুছে যাক যত যুদ্ধের গ্লানি
ন্যায়ের খণ্ডা উঠুক জেগে
ভরাও সকল প্রাণ স্নেহের আবেগ ।
কাঁপে কৃষ্ণ সাগরের জল, প্রলয়ে
এসো প্রেমিক-কৃষ্ণ,
বাঁধো গভীর প্রণয়ে।
আছো কে রুদ্র, প্রলয় মূর্ত
এসো হে পুত্র, না হও ধূর্ত
বাঁচাও ধরণী, মানবকুল
বৃষ্টির সুধায় ফোঁটও ফুল।।
শিশু-বৃদ্ধের আজ বিচলিত প্রাণ
কোথায় আছো শৈল সন্তান?
নামাও ঢাল তরবারীর মুখে
রুশের প্রতাপ, আগ্রাসী মুলুকে।
ক্ষমতার দম্ভ আর নয়, আর নয়-
এবার অকুণ্ঠ চিত্তে থাকো সবে তন্ময়।

আলোচিত সংবাদ

অবশেষে ২৮ নাবিককে দেশে ফেরত আনা হচ্ছে আজ

ইউক্রেনের অলভিডা/অলভিয়া বন্দরে রকেট হামলার কবলে পড়ে বিধস্ত হয় বাংলাদেশি জাহাজ 'বাংলার সমৃদ্ধি'। গত ২ মার্চ জাহাজে রকেট হামলায় থার্ড ইঞ্জিনিয়ার হাদিসুর রহমান আরিফ নিহত হন, ব্রিজে অবস্থানরত ২৮ নাবিক প্রাণে রক্ষা পান। পরে তাদের রোমানিয়া ও পোল্যান্ডের বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় মালদোভা হয়ে রোমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টের একটি হোটেলে। ইউক্রেনে রকেট হামলায় বিধস্ত হয়ে লে-অফ ঘোষিত বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের (বিএসসি) জাহাজ 'বাংলার সমৃদ্ধি'র ২৮ নাবিক অবশেষে আজ দেশে ফিরছেন। রোমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্ট থেকে তাদের তুরস্কের ইস্তাম্বুল হয়ে ঢাকায় ফেরার কথা রয়েছে। সব ঠিকঠাক থাকলে আজ দুপুরের মধ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তারা পৌঁছে যাবেন। বিএসসি সূত্র জানিয়েছে, মরদেহ আনা নিয়ে ইউক্রেনে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে ; যেকারণে ২৮ নাবিকের সঙ্গে নিহত থার্ড ইঞ্জিনিয়ার হাদিসুর রহমান আরিফের লাশ এই ২৮ জনের সঙ্গে আনা যাচ্ছে না। এ লাশ ইউক্রেনের একটি হাসপাতালের মর্গে সংরক্ষণ করা আছে ; লাশ আনার বিষয়ে সপ্তাহখানেক সময় গড়িয়ে যেতে পারে।

টিকা নেয়া থাকলে সৌদিতে কোয়ারেন্টাইনে ছাড়, লাগবেনা টেস্ট এবং দুবাই যেতেও লাগবেনা করোনা টেস্ট

করোনা টিকা নেয়া থাকলে সৌদি আরবে যাওয়া যাত্রীদের আর কোয়ারেন্টাইন করতে হবে না। একইসঙ্গে আরোপিত বিধিনিষেধের বেশিরভাগই উঠিয়ে নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে দেশটি; খবর বিবিসি, এএফপি ও ওয়ার্ল্ডোমিটার। রবিবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। সৌদির নতুন এই সিদ্ধান্তের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটিতে ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের আগমনকে আরও সহজতর করবে। প্রতিবেদনে বার্তা সংস্থাটি জানিয়েছে, করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে ইতিপূর্বে আরোপিত বিধিনিষেধের বেশিরভাগই উঠিয়ে নেয়ার বিষয়ে শনিবার এই ঘোষণা দেয় সৌদি আরব। সৌদির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্রের বরাত দিয়ে সৌদি প্রেস এ্যজেন্সি জানিয়েছে, সরকারের নতুন এই সিদ্ধান্তের মধ্যে মসজিদসহ সকল উন্মুক্ত এবং আবদ্ধ স্থানে সামাজিক দূরত্ববিধি মেনে চলার নির্দেশ বাতিল করার বিষয়টিও রয়েছে। এছাড়া নতুন এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কেবল আবদ্ধ স্থানেই মাস্ক পড়তে হবে, উন্মুক্ত স্থানে নয়। শনিবার থেকেই সৌদি আরবে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে। সৌদি প্রেস এ্যজেন্সি আরও জানিয়েছে, নতুন এই সিদ্ধান্তের ফলে সৌদি আরবের উদ্দেশে যাত্রা করার আগে টিকা নেয়া যাত্রীদের নেগেটিভ আর টিপিসি আর টেস্ট বা এ্যান্টিজেন টেস্ট করতে হবে না। এছাড়া সৌদিতে পৌঁছানোর পর তাদের কোয়ারেন্টাইনও করতে হবে না। মহামারির কারণে সৌদি আরবে মুসলিম তীর্থযাত্রীদের আগমন ব্যাপকভাবে ব্যহত হয়েছে। মূলত ইবাদতের উদ্দেশে সারা বিশ্ব থেকে মুসল্লিরা মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটিতে ভ্রমণ করার ফলে সৌদি ব্যাপক অর্থ উপার্জন করে থাকে, যা বছরে প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি মার্কিন ডলার।

এদিকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের শহর দুবাই, বাংলাদেশের যাত্রীদের জন্য আর টিপিসিআর টেস্টের বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। টিকার পূর্ণাঙ্গ ডোজ দেয়া যাত্রীরাই কেবল এই সুযোগ পাবে, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে দেয়া এক চিঠিতে দুবাইএর সিভিল এভিয়েশন এ তথ্য জানায়। যাত্রীদের টিকা সনদ থাকলেই চলবে; তবে যাদের টিকা সনদ নেই, তাদের যাত্রা শুরুর ৪৮ ঘন্টার মধ্যে করোনার আর টিপিসি আর টেস্ট করে নেগেটিভ সার্টিফিকেট নিতে হবে। দুবাই জানায়, বাংলাদেশ থেকে যাওয়া প্রত্যেক যাত্রীকে দুবাই বিমানবন্দরে পৌঁছে বিনামূল্যে আরেকবার করোনা টেস্ট করতে হবে। সেই টেস্টের রিপোর্ট দেয়া হবে নমুনা নেয়ার পরদিন বিকেলে হোটেলে কিংবা মোবাইল নম্বরে; রিপোর্ট আসার আগ পর্যন্ত যাত্রীকে দুবাইয়ের হোটেলে কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে।

বাংলাদেশ-সাউথ সুদান ইউথ ক্লাব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় গড়ে তুলছে দক্ষ যুবসমাজ

দক্ষিণ সুদানের ওয়াও প্রদেশে তরুণ সমাজকে বিশৃঙ্খল জীবন থেকে ফেরাতে কাজ করছে 'বাংলাদেশ-সাউথ সুদান ইউথ ক্লাব', গড়ে তোলা হচ্ছে দক্ষ যুবসমাজ। ইতিমধ্যে কয়েক হাজার নারী-পুরুষ, তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলা হয়েছে, এই প্রশিক্ষণ অব্যাহত আছে; যুব সমাজ এখন অস্ত্রের পরিবর্তে কলম ধরেছে। দক্ষিণ সুদানের উগ্র ও উশৃঙ্খল জনগোষ্ঠীকে বশে এনে প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা এবং সামাজিক ও মানবিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ হিসেবে 'বাংলাদেশ-সাউথ সুদান ইউথ ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেন দক্ষিণ সুদাণে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কর্মরত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা। স্থানীয় যুবসমাজকে খেলাধুলার পাশাপাশি নানামুখী কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করছে ক্লাবটি, এভাবে যুবকরা হয়ে উঠেছে পরিশ্রমী। এখন আস্ত্রের প্রতি আসক্তির পরিবর্তে মানুষের প্রতি তৈরি হচ্ছে মায়া-মমতা। এদিকে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বই বিতরণ করছে ক্লাবটি; প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণও দিচ্ছে। বিনামূল্যে ঔষুধ বিতরণ, গরুর চিকিৎসা, নারীদের সেলাই প্রশিক্ষণ, কালচারাল স্টরের আয়োজন সহ সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ দক্ষিণ সুদান সফরকালে গত ২১ ফেব্রুয়ারি ওয়াও প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ-সাউথ সুদান ইউথ ক্লাব' উদ্বোধন করেন। দক্ষিণ সুদান সরকারের পাশাপাশি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের কর্মকর্তারাও ক্লাবটির কর্মকাণ্ডের ভূয়োসি প্রশংসা করেছেন। 'বাংলাদেশ-সাউথ সুদান ইউথ ক্লাব' এমন কোনো সেবা নেই যা করছে না। ক্লাবটি কৃষকদের মাঝে বীজ বিতরণ করছে, কোভিড সচেতনতা কার্যক্রমও চালিয়ে যাচ্ছে, মাস্ক বিতরণ করা হচ্ছে; বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রোগ্রাম, মানসিক স্বাস্থ্য ও টিকা প্রদান করছে 'বাংলাদেশ-সাউথ সুদান ইউথ ক্লাব'। এছাড়াও ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প, চ্রমমা বিতরণ, নারী কয়েদিদের প্রশিক্ষণ, ১০ টি ট্রাফিক করে দিয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'বাংলাদেশ-সাউথ সুদান ইউথ ক্লাব' এর পরিচালক রবার্ট বলেন ক্লাবটি যে কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে তাতেদক্ষিণ সুদানের প্রজন্মের পর প্রজন্ম উপকৃত হবে ; এছাড়াও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মশনের কমকর্তারা বলেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা দক্ষিণ সুদানবাসীর সর্বোচ্চ সেবা দিয়ে যাচ্ছে - যা প্রশংসার দাবিদার।

প্রাথমিকের শিক্ষার্থীরা শীঘ্রই টিকা পাবে

দেশজুড়ে বিশাল কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে শেষ হয়েছে প্রথম ডোঝের টিকাদান কর্মসূচী। এখন শুধু স্থায়ী কেন্দ্রগুলোতে প্রথম ডোজের টিকা পাওয়া গেলেও আর কোনো বড় কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রথম ডোজের টিকা পাওয়া যাবে না বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ। তবে গণটিকা বা ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে যারা করোনার প্রথম ডোজের টিকা নিয়েছেন আগামী ২৮ মার্চ তাদের দ্বিতীয় ডোজের টিকা দেয়া হবে। আর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে অনুমতি পাওয়া মাত্র শুরু হবে প্রথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের টিকাদান কর্মসূচী ; এর জন্য নেয়া হয়েছে সব ধরনের প্রস্তুতি। স্বাস্থ্য বিভাগ জানায়, করোনা থেকে সুরক্ষা নিশ্চিতে জনগণকে গণটিকাদান কর্মসূচির মাধ্যমে প্রথম ডোজ দেয়া হয়েছে। তার দ্বিতীয় ডোজ আগামী ২৮ মার্চ থেকে শুরু হয়ে চলবে ৩০ মার্চ পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে যারা প্রথম ডোজ নিয়েছেন তারা সবাই দ্বিতীয় ডোজের টিকা পাবেন। যে কেন্দ্রে প্রথম ডোজ পেয়েছেন সেই কেন্দ্রেই দ্বিতীয় ডোজের টিকা পাওয়া যাবে, সোমবার দুপুরে এসব তথ্য জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। এদিন দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের টিকা সংক্রান্ত জরুরী বৈঠক শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী বলেন, এখন পর্যন্ত প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা টিকা ক্রয় এবং দেয়ার পেছনে খরচ হয়েছে। কিছু টিকা আমাদের বারতি আছে, এসব টিকা বিভিন্ন দেশকে উপহার হিসেবে দিয়ে দেবো। মন্ত্রী আরো বলেন, আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলেছি ; প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের টিকার বিষয়ে আমরা প্রস্তুতি নিয়ে রাখছি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ রাখছি, তাদের অনুমোদন পাওয়া মাত্রই কার্যক্রম শুরু করে দেবো। তিনি আরো বলেন, ১২ বছরের উর্ধে যারা আছে সেসব শিক্ষার্থীদের টিকা দিয়েছি; এবার আমরা ১২ বছরের নিচে এবং পাঁচ বছরের

করোনা পরিস্থিতির আপডেট	তারিখ	২৪ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা	২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত	আক্রান্তের হার	২৪ ঘন্টায় মৃত্যু	২৪ ঘন্টায় সুস্থ
	৫/০৩/২০২২	১৭৪৬৩	৩৬৮ ২.১১	১৩	৪০১৮	
	৬/০৩/২০২২	২০১৩২	৫২৯	২.৬২	৮	৩৩৪০
	৭/০৩/২০২২	২০০৭৬	৪৩৬	২.১৮	৪	৩৫৪৬
	৮/০৩/২০২২	১৯৯৬৪	৪৪৬	২.২৩	৭	৩০৬২

- তথ্যসূত্র : দৈনিক জনকণ্ঠ, প্রথম আলো

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

আমরা আমাদের জনগণকে ত্যাগ করবো না

কিয়েভের ইউক্রেনীয় যাজক

ইউক্রেনীয় প্রতিরোধ ব্যুহকে দুর্বল করার জন্য রাশিয়ার কামানগুলো যখন ইউক্রেনে অবিরাম গোলাবর্ষণ করে চলেছে তখন ফাদার পাভলো ভিশকোভস্কি নিজের নিরাপত্তা প্রত্যাখান করে তার কাছে অর্পিত জনগণের পাশে থাকার কথা বলেছেন। ফাদার পাভলো ইউক্রেনের যুদ্ধাঞ্চল কিয়েভের সেন্ট নিকোলাস কাথলিক ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। ভাতিকান সংবাদ সংস্থাকে তিনি জানান, তার ধর্মপল্লীর জনগণ এ দুঃসময়ে মানুষের মৌলিক প্রয়োজন যথা খাদ্য, চিকিৎসাসহ আধ্যাত্মিক যত্ন নিয়ে এ যুদ্ধের বিভীষিকা মোকাবেলা করার সাহস যুগিয়ে যাচ্ছে। তিনি জানান, আমরা দেখেছি, অনেক মানুষ যারা আগে বিশ্বাস করতো না এখন তারা ঈশ্বরের অনুসন্ধান করছে। তারা আমাদের কাছে আসছে এবং প্রথমবারের মতো সাক্রামেন্ত গ্রহণ করছে। রাশিয়ার আগ্রাসনে জীবন মরীচিকার মতো হয়ে গেছে। প্রতিটি রাতই যেন একজন ব্যক্তির জীবনের শেষ রাত। জনগণ প্রত্যেকদিনই তাদের মা-বাবা, সন্তানদের হারাচ্ছে। ফাদার পাভলো ও অবলেট সংঘের অন্যান্য সহ-যাজকেরা দৈনন্দিন খ্রিস্টযাগ, সাক্রামেন্তীয় আরাধনা, প্রাহরিক প্রার্থনা ফেইসবুক পেইজে নিয়মিত সম্প্রচার করে যাচ্ছেন। ফলশ্রুতিতে কিয়েভ ও আশেপাশের জনগণ ঘরে বসেই এ অনুশীলনগুলো করতে পারছেন ও আধ্যাত্মিকভাবে শক্তিশালী আছেন। তারা তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন। আধ্যাত্মিক খাদ্য সহায়তা দানের সাথে সাথে অবলেটগণ খাদ্য সহায়তা দানেরও জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হলে প্রথমদিকে খাদ্য পেতে বেশ কষ্ট করতে হয়েছিল। এখন অবশ্য কিছু সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে। ধর্মপল্লীবাসী নিজেরা নিজেদের বাগানের সব্ জি নিয়ে একজন আরেকজনের সাথে সহভাগিতা করছে। তবে যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে অনেক ইউক্রেনীয় দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। জাতিসংঘ জানিয়েছে, ইতোমধ্যে ২ মিলিয়ন লোক দেশ ছেড়েছে। অবলেটরা কাউকে কাউকে দেশ ছাড়তে যানবাহনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তবে যারা এখনো ইউক্রেনে রয়েছে তাদের সেবা করার জন্য এই মিশনারীরা শেষদিন পর্যন্ত থেকে যেতে চান। ইউক্রেনের ১০ হাউজে ৩০জন অবলেট মিশনারী কাজ করে চলেছেন। তারা সবাইকে অনুরোধ করছেন, যেনো সকলে শান্তির জন্য প্রার্থনা করেন। ফাদার পাভলো জানান, আমরা ঈশ্বরের সহায়তা অনুভব করছি। ইউক্রেনের শান্তির জন্য আপনাদের প্রার্থনা ও সমর্থন প্রয়োজন।

পোপ মহোদয়ের তপস্যাকালীন বাণী

১১ নভেম্বর, ২০২১, সাধু মার্টিনের স্মরণ দিবসে পোপ ফ্রান্সিস ২০২২ খ্রিস্টাব্দের তপস্যাকালের বাণী রেখেছেন। তবে সর্বসাধারণের জন্য তা এসেছে বেশ দেরিতে। পবিত্র বাইবেলের গালাতীয়দের কাছে সাধু পলের পত্রের ৬:৯-১০ পদ - *"আমরা যেন সৎ কাজ ক'রেই চলি, কখনো ক্লান্তি না মানি! কেননা, আমাদের কাজে যদি শিথিলতা না আসে, তা হলে আমরা ঠিক সময়ে ঠিক ফসল পাবই। তাই বলি, এসো, যতক্ষণ সময়-সুযোগ আছে, আমরা বরং সবার মঙ্গল করতেই চেষ্টা করি"* - স্মরণে তিনি তাঁর বাণী রাখেন। তিনটি বিষয় জোর দিয়ে তিনি বাণীটি সম্পূর্ণ করেন। সেগুলো হলো -

বীজ বপন ও ফসল কাটা: সাধু পল বীজ বপন ও ফসল কাটার মধ্যে গভীর সংযোগের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে বলেন: "যে মানুষ কৃপণ হয়ে স্বল্প বীজ বোনে, সে তো পায় স্বল্প ফসল; যে মানুষ উদার হয়ে বেশী বীজ বুনে, সে তো পায় অনেক ফসল" *(২য় করিন্থীয় ৯:৬)*।

আমরা যেন সৎ কাজ ক'রেই চলি, কখনো ক্লান্তি না মানি: তপস্যার এই সময়টি আমাদের আমন্ত্রণ জানায় প্রভুতে বিশ্বাস ও আশা রাখতে *(দ্রষ্টব্য: ১ম পিতর ১:২১)*; কেননা, আমরা যদি শুধু পুনরুত্থিত খ্রিস্টে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি *(দ্রষ্টব্য: হিব্রু ১২:২)*, তবেই আমরা প্রেরিতদূতের আবেদনে সাড়া দিতে সমর্থ হবো: "আমরা যেন সৎ কাজ করেই চলি, কখনো ক্লান্তি না মানি" *(গালাতীয় ৬:৯)*। আমরা যেন প্রার্থনা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে না পড়ি। ঈশ্বরকে আমাদের প্রয়োজন; তাই আমাদের প্রার্থনা করা দরকার।

আমাদের কাজে যদি শিথিলতা না আসে, তাহ'লে আমরা ঠিক সময়ে ঠিক ফলই পাব: আসুন আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, "আমাদের কাজে যদি শিথিলতা না আসে, তাহ'লে আমরা ঠিক সময়ে ঠিক ফলই পাব"।

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

ফ্ল্যাট বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি! ফ্ল্যাট বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি!! ফ্ল্যাট বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি!!!

এত দ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে তফসিলে বর্ণীত ফ্ল্যাট বর্তমান বাজার মূল্যে বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ক্রেতাদের অতি সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ফ্ল্যাটের বিবরণ

জেলা : ঢাকা, থানা: তেজগাঁও, মৌজা: তেজতুরীবাজার
খতিয়ান : ঢাকা সিটি জরিপ নং- ৮৫১
দাগ: ঢাকা সিটি জরিপ নং-৬৪৩
ফ্ল্যাটের পরিমাপ : ১৪৩০ ও ১১৫০ বর্গফুট আয়তনের দুইটি ফ্ল্যাট এবং জমির পরিমাপ : ০০৪৮ ও ০০৬৫ অযুতাংশ ভূমি।
ফ্ল্যাটের অবস্থান: ১২৬/১এ,মনিপুরিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

যোগাযোগের ঠিকানা

আইন বিভাগ (৬ষ্ঠ তলা)
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
রেভাঃ ফাঃ চার্লস জে. ইয়াং ভবন
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
টেলিফোন নম্বর: ৯১৩৯৯০১-২, ৯১২৩৭৬৪, ৫৮১৫২৬৪০, ৫৮১৫৩৩১৬

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে

পংকজ গিলবার্ট কস্তা
প্রেসিডেন্ট
দি সিসিসিইউ লিঃ, ঢাকা

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারি
দি সিসিসিইউ লিঃ, ঢাকা

বিজ্ঞ/৭২/২২

২৯তম জাতীয় খ্রিস্টান লেখক কর্মশালা ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

জাতীয় যুব কমিশন ডেস্ক ▯ এপিসকপাল যুব কমিশন ও সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের আয়োজনে তিনদিন ব্যাপী ১৭-১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা আরএনডিএম রিন্যুয়াল সেন্টারে '২৯তম জাতীয় খ্রিস্টান লেখক কর্মশালা ২০২২' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালা এবারের মূলভাব ছিল: Youth Involvement in Church's Communication: Traditional and Online তিনদিন ব্যাপী এই লেখক কর্মশালায় বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন গঠনগৃহ ও হোস্টেল থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের মোট ৫২ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে ২৯তম জাতীয় খ্রিস্টান লেখক কর্মশালার যাত্রা শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি নির্বাহী সচিব ও জাতীয় যুব সমন্বয়কারী, এপিসকপাল যুব কমিশন। কোর্স পরিচিতি ও নিয়মাবলী, প্রাক-প্রশিক্ষণ ধারণা ও প্রত্যাশা' বিষয়ে সহভাগিতা করেন সিস্টার রোজলীন সন্ধ্যা রোজারিও আরএনডিএম, জাতীয় যুব অফিস সমন্বয়কারী। প্রথম দিনের প্রথম অধিবেশনে "খ্রিস্টীয় সাহিত্য ও খ্রিস্টীয় অনুবাদ সাহিত্যঃ বাইবেলীয় পুস্তক লেখার ধরণ ও উদ্দেশ্য" এর উপর উপস্থাপনা করেন ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ, পালপুরোহিত, সেন্ট মেরীস ক্যাথেড্রাল, রমনা,। তিনি পবিত্র বাইবেলের বাংলা অনুবাদ ও বাইবেল কিভাবে লিখা হয়েছিলো এই বিষয়ে সহভাগিতা করেন। সন্ধ্যায় মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ও অংশগ্রহণকারিদের হাতে 'ভস্ম থেকে পুনরুত্থান' বইটি তুলে দেন।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে "খবর, রিপোর্ট, স্পট রিপোর্ট ও ফিচার লেখা, হাতে-কলমে খবর লিখন, ফিচার/রিপোর্ট/ সংবাদ উপস্থাপনা ও মূল্যায়ন" এ বিষয়ে উপস্থাপনা করেন সঞ্জয় দে, হেড অফ ডিজিটাল মিডিয়া, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন, বাংলাদেশ। তিনি তার সহভাগিতায় কোনটা খবর আর কি ভাবে স্পট রিপোর্ট ও ফিচার লিখতে হবে এই বিষয়ে কিছু নমুনা তুলে ধরেন এবং অংশগ্রহণকারিদের রিপোর্ট তৈরী করতে দেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে "বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও ধারা এবং লেখকের দায়বদ্ধতা" এ বিষয়ে উপস্থাপনা করেন অতুল ফ্রান্সিস সরকার, প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক, কারিতাস, বাংলাদেশ। তিনদিনব্যাপী কর্মশালায় তৃতীয় দিন অংশগ্রহণকারীদের খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের কার্যক্রম, কর্মপরিধি ও দায়বদ্ধতা" বিশেষ করে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেক্টর যথা: সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, জেরি প্রিন্টিং প্রেস, প্রতিবেশী প্রকাশনী, জ্যোতি কমিউনিকেশন বাণীদীপ্তি ও রেডিও ভেরিতাস এশিয়ার কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয় ও ধারণা দেওয়া হয় এবং এর উপর উপস্থাপনা করেন ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু ও রিপন টলেন্টিনো।

উপরোক্ত অধিবেশন ছাড়াও তিন দিন ব্যাপী এই জাতীয় খ্রিস্টান লেখক কর্মশালায় ছিল নিয়মিত প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ, দলীয় কাজ ও সহভাগিতা, বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এপিসকপাল যুব কমিশনের চেয়ারম্যান আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি ও আর্চবিশপ বিজয় এন ডি ক্রুজ, ওএমআই।

পরিশেষে আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি সবার উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ২৯তম জাতীয় খ্রিস্টান লেখক কর্মশালা ২০২২ এর সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

বিসিএসএম-এর ডাইওসিসান কনফারেন্স - ২০২২

এডওয়ার্ড হালদার ▯ বাংলাদেশ কাথলিক স্টুডেন্ট মুভমেন্ট (বিসিএসএম) এর বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের ৫টি ইউনিট নিয়ে গত ২১-২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টবর্ষে পবিত্র যীশু হৃদয়ের ধর্মপল্লী, গৌরনদীতে অনুষ্ঠিত হল ২য় ডাইওসিসান কনফারেন্স। উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার ভিনসেন্ট বিমল রোজারিও সিএসসি পালক-পুরোহিত, পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফাদার লিটন ফ্রান্সিস গোমেজ, চ্যাপলেইন ও যুব সমন্বয়কারী, ফাদার জেরম রিংকু গোমেজ, ফাদার সৈকত বিশ্বাস, স্বপ্নীল লুইস ক্রুশ, সভাপতি

(বিসিএসএম), ব্লেইজ রোজারিও, তেঁজগাও ইউনিট প্রতিনিধি, ফাদার সঞ্চয় গোমেজ, সিস্টার অরুণা, আইবিভিএম ও সিস্টার রীতা এলএইচসি। উদ্বোধনী নৃত্যের মধ্যদিয়ে অতিথিদের বরণ এবং ফাদার লিটন ফ্রান্সিস গোমেজ এর উদ্বোধনী বক্তব্যের মধ্যদিয়ে ডাইওসিসান কনফারেন্সের দুই দিনের যাত্রা শুরু হয়।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে ছিল বিগত বছরের কার্যক্রমের ভিডিও, লিখিত প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন। প্রতিটি ইউনিট তাদের বিগত দুই বছরের কার্যক্রমগুলো সুন্দর ভাবে তুলে ধরেন। ইউনিট ভিত্তিক আগামী বছরের কার্যক্রম হাতে নেওয়া, আলোচনা করা, পর্যবেক্ষণ এবং তা উপস্থাপন করা হয়। দুপুরের অধিবেশনে ফাদার অনল টেরেন্স ডি' কস্তা সিএসসি সহভাগিতা করেন বিসিএসএম এর ইতিহাস, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং সংবিধান নিয়ে। এরপর অনুষ্ঠিত হয় ডাইওসিসান বিসিএসএম এর নির্বাচন। নির্বাচনে প্রতিটি ইউনিট থেকে তাদের সবার সম্মতিক্রমে প্রতিনিধি মনোনয়ন করা হয়। নির্বাচন কমিশন হিসাবে ছিলেন ফাদার লিটন ফ্রান্সিস গোমেজ, ফাদার ভিনসেন্ট বি রোজারিও সিএসসি, ফাদার লরেন্স লেকাভালিয়ে গোমেজ, স্বপ্নীল লুইস ক্রুশ, কেন্দ্রিয় কমিটি এবং এডওয়ার্ড হালদার। ডাইওসিসান বিসিএসএম এর বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় মিস মেরিয়ান সিমলা গোমেজ - পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লী ও এ্যান্টনী সৈকত গাইন, ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লী। বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের ৫টি ইউনিট থেকে ৬৫ জন ছাত্র-ছাত্রী কনফারেন্স-এ অংশগ্রহণ করেন। আয়োজনে ছিল যুব কমিশন বরিশাল কাথ লিক ডাইওসিস। নতুন মনোনীত কমিটির যাত্রা শুভকামনার মধ্যদিয়ে ২য় ডাইওসিসান কনফারেন্স সমাপ্ত করা হয়॥

পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে বেদী সেবক সেবাদায়িত্ব ও শুভ্র পোশাক প্রদান

যোয়াকিম গাইন ▯ গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানীতে ঐশতত্ত্ব প্রথম বর্ষের ১৪ জন

সেমিনারীয়ান বেদী সেবক সেবাদায়িত্ব এবং তাদের মধ্যে ১৩ জনকে শুভ্র পোশাক প্রদান করা হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টায় প্রার্থী, তাদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও অন্যানদের নিয়ে শোভাযাত্রা করে চ্যাপেলে প্রার্থীদের মঙ্গল কামনায় আরাধনা করা হয়। এরপর কীর্তন সহযোগে প্রার্থীদের সেমিনারী মিলনায়তনে আনা হয় এবং সেখানে তাদের নিয়ে মঙ্গলানুষ্ঠান করা হয়। মঙ্গলানুষ্ঠানের শুরুতে সেমিনারীর শিক্ষা পরিচালক ফাদার আন্তনী হাঁসদা শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন এবং সেমিনারী পরিবারে সকলকে স্বাগতম জানান। সেমিনারী কর্তৃপক্ষ, উপস্থিত অন্যান্য ফাদার, সিস্টার এবং প্রার্থীদের অভিভাবকরা তাদের মিষ্টি মুখ ও আশীর্বাদ প্রদান করেন। রাতে খাওয়ার পর প্রার্থীদের অভিভাবকদের নিয়ে চ্যাপেলে বিশেষ রোজারিমালা প্রার্থনা করা হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে প্রার্থীদের স্মরণে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। সকাল ৯টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন সিলেট ধর্মপ্রদেশ ও সেমিনারী কমিশনের সভাপতি বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। বিশপ মহোদয় তাঁর উপদেশ বাণীতে বেদী সেবকের সেবাদায়িত্ব ও শুভ্র পোশাকের গুরুত্ব তুলে ধরেন। খ্রিস্টযাগ শেষে সেমিনারীর সহকারী পরিচালক ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা এর ধন্যবাদমূলক বক্তব্যের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়॥

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এশিয়া আশ্রয় (শেল্টার) ফোরাম ২০২২ এর বার্ষিক সম্মেলন আয়োজন বিষয়ক ব্রিফিং সেশন অনুষ্ঠিত

কারিতাস ইনফরমেশন ডেস্ক ▯ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ (ডিডিএম) বাংলাদেশে ২০২২ খ্রিস্টাব্দের এশিয়া আশ্রয় (শেল্টার) ফোরামের আয়োজন করার জন্য ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দে কারিতাস বাংলাদেশ এবং কাথলিক রিলিফ সার্ভিস (সিআরএস)-এর সহযোগিতায় ডিডিএম একটি ব্রিফিং সেশনের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ কামরুল হাসান এনডিসি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আতিকুল হক। মাননীয় মন্ত্রী তার বক্তৃতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদানের কথা বিশেষভাবে ব্যক্ত করেন। তিনি আরও অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এশিয়া শেল্টার ফোরাম

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হতে পারে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন, বাংলাদেশের আশ্রয়কেন্দ্রগুলো বিভিন্ন দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের মন্ত্রণালয় বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং মুজিব কিল্লার মতো আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের জন্য আরও শক্তিশালী উপায় তৈরি করার চেষ্টা করছে। অনুষ্ঠানে ডিডিএম-এর মহাপরিচালক বলেন, আশ্রয় এবং বসতি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, এবং আমরা ক্রমাগত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি, শিখছি এবং আমাদের অভিজ্ঞতাগুলি শেয়ার করছি। কারিতাস বাংলাদেশের পরিচালক-কর্মসূচী জেমস্ গোমেজ বলেন, কারিতাস, কাথলিক রিলিফ সার্ভিসেস (সিআরএস) ও শেল্টার সেক্টর নিয়ে যারা কাজ করছেন তাদের সকলকে নিয়ে ডিডিএম-এর নেতৃত্বে ২০২২ খ্রিস্টাব্দে বার্ষিক শেল্টার সম্মেলনের আয়োজন করার সুযোগ দেয়ায় আমরা ডিডিএম-এর কাছে কৃতজ্ঞ। দুর্যোগ সহনশীল শেল্টার তৈরীর জন্য অঞ্চলভিত্তিক উপযুক্ত নক্শা বা ডিজাইনও আমরা তৈরী করেছি। ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ২৫-২৭ নভেম্বর নেপালে এশিয়া শেল্টার ফোরামের পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে আরোও বক্তব্য রাখেন কাথলিক রিলিফ সার্ভিসেস (CRS) এর আঞ্চলিক পরিচালক মার্ক ডি'সিলভা। এতে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, বাংলাদেশস্থ আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা, জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি, বিভিন্ন আশ্রয় সেক্টরের মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, কারিতাস ও সিআরএস-এর কর্মীসহ মোট ৬৩ জন উপস্থিত ছিলেন॥

ফৈলজানা ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

শিল্পী এম কস্তা ▯ বিগত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের ধর্মপল্লী, ফৈলজানায় 'সিনোডাল চার্চ' বা মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণধর্মী মণ্ডলী হওয়ার ধারায় ধর্মপল্লী পর্যায়ে বিভিন্ন ব্লক কমিটির সদস্যদের নিয়ে অর্ধদিবসব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে কর্মসূচী শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার এ্যাপোলো লেনার্ড রোজারিও সিএসসি। উপদেশে তিনি বলেন, "সিন্‌ড শব্দের অর্থ 'একসাথে পথ চলা'। এই একসাথে পথ চলা শুরু করতে হবে পরিবার থেকেই। এই পথ চলায় সবারই অংশগ্রহণ আবশ্যক। তবেই 'সিন্‌ডাল চার্চ' গড়ে তোলা সম্ভব।" খ্রিস্টযাগের পর শুরু হয় মূলপর্ব। সহকারী পালক পুরোহিত ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি প্রজেক্টর ব্যবহার করে মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণধর্মী মণ্ডলী বা 'সিন্‌ডাল চার্চ' বিষয়ে উপস্থাপনা রাখেন। তিনি সিন্‌ডের অর্থ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। এর প্রেক্ষিতে পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর শুনে নতুন পথের সন্ধান লাভে প্রার্থনা, সংলাপ, বিশ্লেষণ ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে একসাথে পথ চলার আহ্বান জানান। শেষে পালক পুরোহিত ফাদার এ্যাপোলো লেনার্ড রোজারিও সিএসসি সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে, মধ্যাহ্নভোজের মধ্যদিয়ে এ বিশেষ সম্মেলন সমাপ্ত হয়॥

পাগাড়, প্রভু যীশুর ধর্মপল্লীতে পালকীয় সংবিধান এবং সিনড বিষয়ক কর্মশালা- ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

তন্ময় কস্তা ▯ গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার প্রভু যীশুর ধর্মপল্লী, পাগাড়ে ধর্মপল্লীর পালকীয় সংবিধান ও সিনোডাল মণ্ডলী বিষয়ক এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনায় পালকীয় সংবিধান এবং সিনোডাল মণ্ডলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ধর্মপল্লীর পালকীয় সংবিধান কি, পালকীয় সংবিধানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, কিভাবে সদস্য-সদস্যাদের নির্বাচিত করা হয়, তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য ও ধর্মপল্লীর সার্বিক উন্নয়নে নানাবিধ সেবাকাজ, উপ-পরিষদ গঠন ও তাদের দায়-দায়িত্ব, পালকীয় পরিষদের কার্যকাল-মেয়াদ, সদস্য-সদস্যাদের যোগ্যতা, পালকীয় পরিষদের বিলুপ্তি এবং পালকীয় পরিষদের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। অপরদিকে সিনোডাল মণ্ডলী সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা হয়। সিনড মানে একসঙ্গে পথ চলা। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সিনোডাল মণ্ডলীর মূলভাব হিসাবে ৩টি উল্লেখযোগ্য বিষয় সম্পর্কে বলেন: মিলন, অংশগ্রহণ এবং প্রেরণকাজ। এই সম্পর্কে পালকীয় পরিষদের সদস্য-সদস্যাদের সাথে সহভাগিতা করেন প্রভুযীশুর ধর্মপল্লী, পাগাড় এর পাল-পুরোহিত ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা। তিনি সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় সদস্য-সদস্যাদের এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং পারস্পরিক মতামত প্রকাশ ও আলোচনা করার সুযোগ করে দেন। আলোচনার পর সদস্য-সদস্যাগণ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করলে ফাদার তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং বিস্তারিত আলোচনা করেন, ফলে তারা আরো ভালোভাবে পালকীয় সংবিধান এবং সিনড সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন দলে এবং ব্লকে আরো আলোচনা করা হবে যেন ছোট-বড় সকলেই তাদের বয়স, অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে আরো সচেতন, মনোযোগী হন এবং মণ্ডলীতে ও সমাজে মিলন ও শান্তি স্থাপনে স্ব স্ব ভূমিকা ও আন্তরিক অবদান রাখতে পারেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত কর্মশালায় ১ জন ফাদার, ১ জন মেজর সেমিনারীয়ান, ১ জন সিস্টার এবং পাগাড় ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদের ২৫ জন সদস্য-সদস্যা অংশগ্রহণ করেন। পরিশেষে, পাল-পুরোহিত ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা সবাইকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্য দিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘটে॥

তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ ■ গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার, তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। 'আমি জীবনময় রুটি' এই মূলভাবের উপর সহভাগিতা করেন ফাদার লিয়ন জেভিয়ার রোজারিও। ফাদার বিভিন্ন আশ্চর্য ঘটনার আলোকে খ্রিস্টপ্রসাদে যিশুখ্রিস্টের উপস্থিতি সমন্ধে সহভাগিতা করেন। এছাড়াও তিনি আরও বলেন, যিশুখ্রিস্ট নিজের দেহ ও রক্ত আমাদের খাদ্য ও পানীয় হিসেবে দান করেছেন যেন আমরা অন্তরে পরিতৃপ্ত হতে পারি ও আধ্যাত্মিক ভাবে বৃদ্ধি লাভ করতে পারি। খ্রিস্টপ্রসাদ আমাদের পরিপূর্ণ জীবন দান করে। খ্রিস্টপ্রসাদেই খ্রিস্টমণ্ডলী জীবন পায়। তাই খ্রিস্টপ্রসাদ খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রাণ।' খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রায় ভক্তিপূর্ণ পরিবেশে অনেক খ্রিস্টভক্ত, সিস্টার ও ফাদারগণ অংশগ্রহণ করেন। খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রায় বিভিন্ন ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের জন্য তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান॥

বিশ্ব বিবাহ দিবস উদ্‌যাপন

রবি ও রুবি দরেছ ■ প্রতি বৎসরের মত এবারও ওয়ার্ল্ডওয়াইড ম্যারিজ এনকাউন্টার (ডবি-

ওডবিওএমই) বাংলাদেশ (Worldwide Marriage Encounter Bangladesh, WWME) ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় রবিবার, ১৩ ফেব্রুয়ারি, বিশ্ব বিবাহ দিবসটি পালন করে। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে পুণ্যপিতা পোপ দ্বিতীয় জন পল দিনটিকে বিশ্ব বিবাহ দিবস হিসাবে প্রৈরিতিক আশীর্বাদ দান করেন। "পরস্পরকে ভালাবাস" এই মূলভাবকে কেন্দ্র করে তেঁজগাও পবিত্র জপমালা রাণীর গির্জা, ঢাকায় ডব্লিও ডব্লিও এম ই এর সদস্যগণ ঐদিন বিকালে দুটি পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণকারী পাঁচশত দম্পতিকে লাল গোলাপ ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায়। আবার খ্রিস্টযাগের শুরুতে ডব্লিও ডব্লিও এম ই এর দম্পতিগণ প্রজ্বলিত মোমবাতি হাতে নিয়ে গির্জায় প্রবেশ করে। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই, বিশ্ব বিবাহ দিবস উপলক্ষে তেজগাঁও গির্জায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পবিত্র বিবাহ সাক্রামেন্তের উপর তিনি সহভাগিতা করেন। তিনি পবিত্র বিবাহ সাক্রামেন্ত, দম্পতি, স্বামী-স্ত্রী, মণ্ডলী, পরিবার, পরিবারের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে বক্তব্য দেন। তিনি আরো বলেন, আমরা সকলেই পরিবারের অংশ। ভালো পরিবার থেকে ভালো মনের মানুষ গড়ে ওঠে। এই ওয়ার্ল্ডওয়াইড ম্যারিজ এনকাউন্টার (ডব্লিও ডব্লিওএমই) বাংলাদেশ সুন্দর আদর্শে খ্রিস্টীয় পরিবার গঠনে অনেক ভাল কাজ করে যাচ্ছে। খ্রিস্টযাগের শেষে আর্চবিশপ মহোদয় সকল দম্পতিদের বিশেষ আশীর্বাদ দান করেন॥

বিএএসডি'র সফলতার ত্রিশ বছর

রিজমন্ড জয়ধর ■ বিগত ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ ঢাকাস্থ তেজগাঁও থানা সংলগ্ন ইয়ান তুন চাইনিজ রেস্টুরেন্টে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সাসটেনাবল ডেভেলপমেন্ট (বিএএসডি) সংস্থার ৩০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মাননীয় সংসদ সদস্য এ্যাডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার এমপি- (সংরক্ষিত আসন-৩০) প্রধান অতিথি, স্বপন কুমার হালদার, মাননীয় উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর ঢাকা, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও মিসেস বুলি হাগিদক, পরিচালক- ইন্ট্রিগ্রেটেট থিমেটিক সলিউশন-ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, জনাব সাকিব নবী, কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ কর্ডএইড, সুবাস সাহা, এফসিএল ম্যানেজার, কারিতাস লুস্মেম বার্গ-ঢাকা এবং সমমনা বন্ধু প্রতিম সংস্থার উচ্চ পদস্ত কর্মকর্তাবৃন্দ বিশেষ অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

অনুষ্ঠানের প্রথমাংশে বার্ষিক সাধারণ সভায় বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ, সংশোধন ও অনুমোদন করা হয়। এছাড়া বিগত বছরের সংস্থার উন্নয়ন মূলক ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের প্রতিবেদন পাঠ করা ও আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে তা অনুমোদিত হয়। অতঃপর বিগত কমিটির দায়িত্ব হস্তান্তরের পর তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিটির মাধ্যমে নতুন ব্যবস্থাপনা কমিটি চূড়ান্ত হয়। নবনির্বাচিত সভাপতি নুরজাহান বেগমসহ কমিটির অন্যান্য সকলকে উপস্থিত সকলে ফুলেল শুভেচ্ছা ও করতালির মাধ্যমে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক বনিফেস এস গমেজ মহোদয়ের পরিচালনা এবং চন্দন জেড গমেজ (ন্যাশনাল ডাইরেক্টর-ওয়ান্ড ভিশন বাংলাদেশ) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়॥

প্রয়াত লেখক নিধন ডি' রোজারিও'র লেখা সংগ্রহ প্রসঙ্গে

সম্মানিত সুধী,

প্রয়াত লেখক নিধন ডি' রোজারিও'র পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই শ্রদ্ধা ও নমস্কার!

আমাদের বাবা বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীতে একজন সুপরিচিত লেখক ছিলেন। তিনি লিখেছেন নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গল্প, বাইবেল ভিত্তিক রচনা যার বেশ কিছু প্রতিবেশী প্রকাশনী হতে বই আকারে বা সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি অনেক গান রচনা করেছেন যা গীতাবলীতে গ্রন্থিত আছে। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময় কিছু সংগঠন যেমন- সুহৃদ সংঘ, জাগৃতি সংঘের জন্যও গান, নাটক, ইত্যাদি রচনা করেছেন। পাশাপাশি তিনি তৎকালীন কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা- দৈনিক জেহাদ, দৈনিক ইত্তেহাদ, দৈনিক আজাদ, সাপ্তাহিক জনতা, মাসিক দিলরুবা, মাসিক সওগাতসহ বেশ কয়েকটি পত্রিকাতে লিখেছেন।

বর্তমানে আমরা পরিবারের পক্ষ থেকে **'নিধন রচনাবলী'** প্রকাশের উদ্যোগ হাতে নিয়েছি। কিন্তু আমাদের বাবার রচিত সকল লেখার পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে নেই। অতীতে কেউ কেউ **'নিধন রচনাসমগ্র'** প্রকাশনার উদ্যোগ নেবার প্রতিশ্রুতি দেয়ায় তাদের হাতে বাবার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লেখা তুলে দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে জানা যায় তা উঁই পোকার আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গেছে।

এমতাবস্থায় সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর মাধ্যমে আপনাদের কাছে সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি যদি কারো সংগ্রহে আমাদের বাবা প্রয়াত নিধন ডি' রোজারিও'র কোন প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত লেখা (নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গল্প, গান, জার্নাল), তার লেখা চিঠি বা নোট, তার ছবি থেকে থাকে তবে তা দয়া করে আমাদের অবগত করবেন। আমরা তা আপনার কাছ থেকে সংগ্রহ করে কাজ শেষ হবার পর তা ফেরত দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। ছবি তুলেও তা শেয়ার করতে পারেন। যারা এই বিষয়ে সহযোগিতা করবেন তাদের প্রতি আমরা চির কৃতজ্ঞ থাকবো এবং নিধন রচনাবলীতে তাদের নাম প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগটি নেব। আপনাদের মূল্যবান পরামর্শও আমরা সাদরে গ্রহণ করবো।

এই সংক্রান্ত যে কোন তথ্য প্রেরণের জন্য ৩০ এপ্রিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দ মধ্যে নিম্নোক্ত ফোন ও ই-মেইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

প্রয়াত লেখক নিধন ডি' রোজারিও'র পরিবারের পক্ষে,
শিবা মেরী ডি'রোজারিও

যোগাযোগ:
ফোন: ০১৭১৩৩৮৪০১৩ (শিবা); ০১৭১৩২৫৬৮৭২ (তপন)
ই-মেইল: shibarozario@gmail.com; taponrod@gmail.com

বিজ্ঞ/৬৯/২০২২

বিজ্ঞ/৭০/২০২২

বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ১০
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 10
বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ১০
Regd. No. DA-33
❖ 13 - 19 March, 2022, ২৮ ফাল্গুন - ৫ চৈত্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

প্রতিবেশী'র ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। সম্মানিত পাঠক, লেখক লেখিকা ও সুধী, আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২৫,০০০ টাকা	→ বুক্ড
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা	→ বুক্ড
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা	→ বুক্ড
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন	=	১০,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন	=	৬,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ রঙিন	=	৩,০০০ টাকা	
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৭,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৪,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো	=	২,৫০০ টাকা	

যোগাযোগ করুন –

বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ

ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২ (বিকাশ)

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org